গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
ইন্সপেকশন-১ শাখা
www.police.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.৩২৮.১৬.০০১.২৩- ২৪৭ তারিখ- ১২/১০/২০২৩ খ্রি.

বিষয় ঃ ২০২২-২৩ খ্রি. অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ স্মারক নং-০৪.০১.০০০০.৯৭৮.০৫.০০৮.২০২৩.৭৩৩, তারিখ-১২/১০/২০২৩ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোল্লিখিত স্মারকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য বাতায়ন (www.police.gov.bd) প্রকাশের নিমিত্ত ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনের হার্ড কপি ও সফ্‌ট কপি এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ রেজাউল করিম)
বিপি নং-৭১৯৮০৩১২২৯
অ্যাডিশনাল ডিআইজি
ফোন : ০২-৫৫১০১৬৯২, ফ্যাক্স : ০২-৫৫১০১৬৮১
ই-মেইল : addldiginsp1@police.gov.bd

১২/১০/২৩

বিতরণ ঃ

অ্যাডিশনাল ডিআইজি (আর, আই অ্যান্ড বিপি)
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

ইনোভেশন এন্ড বেস্ট প্র্যাকটিস বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

ক. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ-

সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ প্রথম ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তৎসময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এর সাথে কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করে।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে বাংলাদেশ পুলিশ ইতোমধ্যেই এই চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে বিভাগীয়, জেলা ও থানা কার্যালয় পর্যন্ত পৌঁছেছে। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ পুলিশের মাঠ পর্যায়ের থানার অফিসার ইন-চার্জগণ ইতোপূর্বেই সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারগণের সাথে এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

(১) জননিরাপত্তা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পুলিশের ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০২৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ খ্রি. অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সম্পাদন করে।

(২) ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ খ্রি. অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশ ৯৩.৭৩% ও ৮৮% নম্বর অর্জন করে যথাক্রমে ২য় ও ১ম স্থান অধিকার করে।

(৩) ৬৩২ টি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ৬৪ জেলার পুলিশ সুপারগণের মধ্যে ১৩ জুন ২০২২ খ্রি. এর পূর্বেই ২০২২-২৩ খ্রি. অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৪) ০৮ টি মেট্রোপলিটন পুলিশের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপ-পুলিশ কমিশনারগণের সাথে ২০২২-২৩ খ্রি. অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

(৫) জেলার পুলিশ সুপার ও রেঞ্জ ডিআইজিগণের ০৫ জুন ২০২২ খ্রি. এর পূর্বেই ২০২২-২৩ খ্রি. অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৬) ০৮ টি মেট্রোপলিটন, ০৮ টি রেঞ্জ, ০৫টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, পুলিশ হাসপাতাল ও ১৪ টি বিশেষায়িত ইউনিটসহ মোট ৩৬ টি ইউনিট প্রধানদের সাথে গত ১৯.০৬.২০২০ খ্রি. তারিখ ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ ২০২২-২৩ খ্রি. অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

৭) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ এবং সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা মহোদয় গত ২৭.০৬.২০২২ খ্রি. তারিখ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাংলাদেশ পুলিশের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

উল্লেখ্য, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ খ্রি. অর্থবছরে যথাক্রমে বাংলাদেশ পুলিশ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-তে ১ম স্থান অর্জন করে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ মহোদয় ১ম স্থানের পুরস্কার গ্রহণ করেন। এছাড়া শাখা সংশ্লিষ্ট জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়েও ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ মহোদয় জননিরাপত্তা বিভাগের অন্যান্য সকল দপ্তরের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করে এবং পুরস্কার গ্রহণ করেন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (SDG) সংক্রান্ত কার্যক্রম:-

অ্যাডিশনাল ডিআইজি (রিসার্চ, ইনোভেশন এন্ড বেস্ট প্র্যাকটিস) বাংলাদেশ পুলিশের SDG বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে আসছেন। SDG –তে ০৪ টি সূচকের [3.4.2 Suicide mortality rate (per 100000 population), 3.6.1 Death Rate due to road traffic injuries (per 100000 population), 16.1.1 Number of victims of intentional homicide per 100000 population by sex and age, **16.1.2** Conflict- related deaths per 100,000 population, by sex, age and cause 16.2.2 Number of victims of human trafficking per 100000 population by sex, age and form of exploitation.] বিপরীতে বাংলাদেশ পুলিশ তথ্য প্রদান করে থাকে এবং ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত এসডিজির তথ্য ট্র্যাকারে আপডেট করা হয়েছে।

গ. উত্তম চর্চা (Best practice) সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ-

বাংলাদেশ পুলিশে অনুসৃত উত্তম চর্চার (Best practices) তালিকা প্রনয়ণপূর্বক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সে লক্ষ্যে স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.৯৭৮.৯৯.০০১.২২-৩৫১ তারিখ-২৭.১২.২০২২ খ্রি. মূলে বেস্ট প্র্যাকটিসসমূহ প্রস্তুতপূর্বক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘ. ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ-

(১) বাংলাদেশ পুলিশের সেবাসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক ০১টি সেবা সহজীকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা Criminal Investigation Digital Monitoring System (CIDMS) বাস্তবায়ন করে মন্ত্রণালকে অবহিত করা হয়েছে।

ঙ. সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ-

বাংলাদেশ পুলিশের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-২০২২-২০২৩ এ বর্ণিত সংযোজনী ৭ (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা-২০২২-২৩ এর কর্মসম্পাদন সূচক [১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ওয়েবসাইটে প্রতি ত্রৈমাসিকে হালনাগাদ করার নির্দেশনা রয়েছে। APA চুক্তি-২০২২-২০২৩ এ বর্ণিত সংযোজনী ৭ এর নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্যাদি প্রস্তুতপূর্বক স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.৯৭৮.১৬.০০৪.২২-৪৩৩ তারিখ-২২.০৬.২০২৩ খ্রি. মূলে বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইটের (www.police.gov.bd) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) সেবা বক্সের ত্রৈমাসিক/বার্ষিক পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অংশে হালনাগাদ করা হয়েছে।

চ. জাতীয় শুদ্ধাচার **সংক্রান্ত কার্যক্রম:-**

বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ সংক্রান্তে বার্ষিক অর্জন প্রতিবেদন স্মারক নং-০৩০.০৫.০০৮.২২-৪৮৩ তারিখ-১৭.০৭.২০২৩ খ্রি. মূলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ছ. শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ-

বাংলাদেশ পুলিশের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ইউনিট হতে শুদ্ধাচার পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নামের তালিকা সংগ্রহ করত: যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে ২১৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২২ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০২২-২৩ খ্রি. অর্থবছরের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.৯৭৮.০৫.০০৪.২০২৩-৪৫৩ তারিখ-০৯.০৭.২০২৩ খ্রি. মূলে মাঠ পর্যায়ের ইউনিটসমূহ হতে নামের তালিকা চাওয়া হয়েছে।

জ. ওয়ার্কশপ, সেমিনার সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ-

১। গত ০৩.০৭.২০২২ খ্রি. তারিখে ৩৬ জন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এপিএ সংক্রান্তে ওয়ার্কশপ।

২। গত ১৮/০৯/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ১৪ জন এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সংক্রান্তে ওয়ার্কশপ।

৩। ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর/২০২২ খ্রি. তারিখ ৬২ জন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এপিএ সংক্রান্তে ওয়ার্কশপ করা হয়েছে।

৪। গত ০২/০১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ৪০ জন এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এপিএ সংক্রান্তে ওয়ার্কশপ।

৫। গত ২৩/০১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ২৯ জন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে Crime Investigation Digital Monitoring System (CIDMS) সংক্রান্তে ওয়ার্কশপ।

৬। গত ০৫/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ১১ জন ইনোভেশন সদস্যদের সমন্বয়ে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্তে ওয়ার্কশপ।

৭। ১৬/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ৬৩ জন উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ।

৮। গত ২০/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ৫৫ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে সিটিজেন চার্টার সংক্রান্তে Zoom Platform এর মাধ্যমে Online এ ওয়ার্কশপ।

৯। গত ০৩/০৪/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ৪৪ জন এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এপিএ সংক্রান্তে ওয়ার্কশপ।

১০। গত ১২/০৪/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ২০ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে এপিএ চুক্তি ২০২৩-২৪ প্রণয়ন সংক্রান্তে ওয়ার্কশপ।

১১। গত ০৩/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ৩৮ জন এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এপিএ চুক্তি ২০২৩-২৪ প্রণয়ন সংক্রান্তে Zoom Platform এর মাধ্যমে Online এ ওয়ার্কশপ।

১২। গত ০১/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ১২ ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্তে ওয়ার্কশপ।

১৩। গত ০৫/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ১২ জন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এপিএ চুক্তি-২০২৩-২৪ চূড়ান্তকরণ সংক্রান্তে ওয়ার্কশপ।

১৪। ০৭/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ১২ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এপিএ চুক্তি-২০২৩-২৪ চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন সংক্রান্তে ওয়ার্কশপ।

১৫। গত ০৮.০৬.২০২৩ খ্রি. তারিখে ৩৭ জন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এপিএ সংক্রান্তে Zoom Platform এর মাধ্যমে Online এ ওয়ার্কশপ।

অনুচ্ছেদ-২৫: পুলিশ সংস্কার-

১। পুলিশ সপ্তাহ-২০২৩ উপলক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ-

দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন, সন্ত্রাস মোকাবেলা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ পুলিশ বদ্ধপরিকর। জনবান্ধব, যুগোপযোগী ও পেশাদার বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুলিশের আধুনিকায়ন অতীব জরুরী, যা রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের বিভিন্ন শাখা প্রধান কর্তৃক পুলিশ সপ্তাহ-২০২৩ এ বিবিধ প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়। উক্ত প্রস্তাবনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২৬: অন্যান্য-

রিসার্চ, ইনোভেশন এন্ড বেস্ট প্র্যাকটিস শাখা সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবন কোড-৩২৫৭১০৫ হতে বরাদ্দকৃত অর্থ বাংলাদেশ পুলিশের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), এসডিজি, এবং উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ বাবদ ব্যয় করা হয়ে থাকে। যা বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তাদের উক্ত বিষয়সমূহ সংক্রান্তে প্রশিক্ষণ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ইউনিটের ইনোভেটিভ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর ক্ষেত্রে অত্র শাখা প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করে।

রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড ক্যারিয়ার প্ল্যানিং বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(ক) **ক্যাডেট এসআই (নিরস্ত্র) পদে নিয়োগ প্রদানঃ** বাংলাদেশ পুলিশের ক্যাডেট সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ (নিরস্ত্র) পদে ৮১৫ জনকে মনোনীত করা হয়েছে। বর্তমানে বর্ণিত ক্যাডেট সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ (নিরস্ত্র)'গণ বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে ০১ (এক) বছর মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণরত রয়েছে।

(খ) **ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি প্রদানঃ** বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর পদের মোট মঞ্জুরি ৬৮৯৮ টি তন্মধ্যে ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) ৪৯৬৬টি, ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র) ৯৪৪ টি এবং ইন্সপেক্টর (শহর ও যানবাহন) ৯৮৮ টি পদ রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বর্ণিত পদের বিপরীতে যথাক্রমে ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) পদে ২৪৭ জন, ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র) পদে ১৭১ জন এবং ইন্সপেক্টর (শহর ও যানবাহন) পদে ৬২ জনসহ মোট ৪৮০ জনকে ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের অধ্বস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষা-২০১৯ সাল পর্যন্ত সকল জেলা/ইউনিটে অনুষ্ঠিত হতো এবং মেধাতালিকাও ইউনিটভিত্তিক প্রণয়ন করা হতো। যার প্রেক্ষিতে পরবর্তী বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ইউনিটের শূন্যপদের বিপরীতে পদোন্নতি প্রদান করা হতো কিন্তু পদোন্নতিতে মেধা ও যোগ্যতার সমতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের অধ্বস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষ কেন্দ্রিয়ভাবে প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ২০২০ সাল হতে বাংলদেশ পুলিশের অধ্বস্তন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষা কেন্দ্রিয়ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ফলাফল অর্থাৎ মেধাতালিকাও কেন্দ্রিয়ভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে। তদন্তের মান উন্নয়ন, যোগ্য, মেধাবী ও দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি নিশ্চিত করার লক্ষে এবং সার্বিকভাবে বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমুর্তি সমুন্নত করার লক্ষে ২০২১ সাল হতে অনুমোদিত কেন্দ্রিয় মেধাতালিকা থেকে পদোন্নতি প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের অদ্বস্তন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষায় সফট্ওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে অটোমেশন করা হয়েছে। যা বাংলাদেশ পুলিশ এ এক যুগোপযোগী পরিবর্তন।

এছাড়, ট্রেইনিং রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদের নিয়োগ পদ্ধতি আধুনিকায়ন করে সফট্ওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ২০২১ সার হতে বাংলাদেশ পুলিশের নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে বাংলাদেশ পুলিশের ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

ট্রেনিং বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

ক) পুলিশ স্টাফ কলেজে 11th Annual INTERPA শীর্ষক কনফারেন্স এবং স্মার্ট পুলিশ গঠনের লক্ষ্যে Workshop on Smart Police শীর্ষক ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা হয়েছে।

খ) সাইবার ট্রেনিং সেন্টার, সিটিসি, সিআইডি, ঢাকার তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত এএসপি ও অতিঃ এসপি পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত মামলাসমূহের তদারকিতে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Capacity Building of Supervising Officers in the Investigation of Cybercrime Cases" শিরোনামে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং 2022-2023 অর্থ বছরে উক্ত প্রশিক্ষণের ৩টি ব্যাচে ২৩ জন এএসপি ও ৩২ জন অতিঃ এসপিসহ মোট ৫৫ জন পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এডুকেশন, স্পোর্টস অ্যান্ড কালচার বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১। ৩৭তম জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতা-২০২২ এ বাংলাদেশ পুলিশ-১টি রৌপ্য, ২ টি তাম্র পদক অর্জন করে।

২। শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল স্মৃতি জাতীয় মার্শাল আর্ট (কারাত) প্রতিযোগিতা/২০২২ এ ১টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য, ৮টি তাম্র পদক অর্জন করে।

৩। ট্রাস্ট ব্যাংক ২০তম জাতীয় সিনিয়র/জুনিয়র তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা/২০২২ এ ২টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য, ১৫টি তাম্র পদক অর্জন করে।
৪। ৩৮তম জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতা/২০২৩ এ বাংলাদেশ পুলিশ ১টি তাম্র পদক অর্জন করে।
৫। ২৮তম জাতীয় কারাতে প্রতিযোগিতা/২০২২ এ বাংলাদেশ পুলিশ ১টি রৌপ্য, ১৩ টি তাম্র পদক অর্জন করে।
৬। আন্তঃবাহিনী জুডো প্রতিযোগিতা/২০২২ এ বাংলাদেশ পুলিশ ১টি তাম্র পদক অর্জন করে।
৭। প্রিমিয়ার বিজয় ভলিবল লীগ (পুরুষ)/২০২২ এ বাংলাদেশ পুলিশ ৪র্থ স্থান অর্জন করে।
৮। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ভলিবল প্রতিযোগিতা/২০২২ (পুরুষ) এ বাংলাদেশ পুলিশ ৫ম স্থান অর্জন করে।
৯। মহান বিজয় দিবস ভলিবল প্রতিযোগিতা/২০২৩ (পুরুষ) এ বাংলাদেশ পুলিশ ৫ম স্থান অর্জন করে।
১০। মহান বিজয় দিবস ভলিবল প্রতিযোগিতা/২০২৩ (নারী) এ বাংলাদেশ পুলিশ ২য় স্থান অর্জন করে।
১১। ফেডারেশন কাপ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা-২০২২ এ বাংলাদেশ পুলিশ ৫ম স্থান অর্জন করে।
১২। ২৯তম জাতীয় বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশীপ-২০২২ এ বাংলাদেশ পুলিশ ৫ম স্থান অর্জন করে।
১৩। স্বাধীনতা দিবস থ্রি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা/২০২২ এ বাংলাদেশ পুলিশ ৪র্থ স্থান অর্জন করে।
১৪। বাংলাদেশ পুলিশ বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশীপ (আইজিপি কাপ)-২০২২ এ বাংলাদেশ পুলিশ চ্যাম্পিয়ন হয়।

বাংলাদেশ পুলিশ 'বেসবল পুরুষ টিমের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ফলাফলঃ

১৫তম ওয়েস্ট এশিয়া বেসবল কাপ চ্যাম্পিয়নশীপ/২০২২ ইসলামাবাদ, পাকিস্তান ৪র্থ স্থান অর্জন করে।

বাংলাদেশ পুলিশ 'থ্রোবল (পুরুষ ও নারী) টিমের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ফলাফলঃ

১। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আন্তর্জাতিক থ্রোবল (পুরুষ) টুর্ণামেন্ট/২০২৩, ঢাকা ২য় স্থান অর্জন করে।
২। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আন্তর্জাতিক থ্রোবল (নারী) টুর্ণামেন্ট/২০২৩, ঢাকা ১ম স্থান অর্জন করে।

বাংলাদেশ পুলিশ 'ডিউবল পুরুষ টিমের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ফলাফলঃ

পেন্টান গুলার আন্তর্জাতিক ডিউবল টুর্ণামেন্ট/২০২৩ ২য় স্থান অর্জন করে।

বাংলাদেশ পুলিশ 'ফুটভলি পুরুষ' টিমের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ফলাফলঃ

২৫তম বিশ্ব ফুটভলি (পুরুষ) চ্যাম্পিয়নশীপ/২০২৩ কালিকট বীচ, কেরালা, ভারত -৬ষ্ঠ স্থান অর্জন।

বাংলাদেশ পুলিশ বেসবল/থ্রোবল/ডিউবল/ফুটভলি/ডজবল ক্লাবের জাতীয় পর্যায়ে "পুরুষ ও নারী খেলোয়াড়দের অর্জনঃ

১। মার্সেল কাপ জাতীয় বাংলাদেশ বেসবল পুরুষ চ্যাম্পিয়নশীপ/২০২২ জাতীয় স্টেডিয়াম, পল্টন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ পুলিশ বেসবল ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
২। ৯ম এশিয়া গ্রুপ ন্যাশনাল বেসবল চ্যাম্পিয়নশীপ/২০২৩ আউটার স্টেডিয়াম, পল্টন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ পুলিশ বেসবল ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
৩। শেখ রাসেল দিবস থ্রোবল টুর্ণামেন্ট/২০২২ শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স, পল্টন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ পুলিশ থ্রোবল ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
৪। ৪র্থ জাতীয় পেসাপালো মিক্স (নারী ও পুরুষ) প্রতিযোগিতা-২০২২, আউটার স্টেডিয়াম, পল্টন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ পুলিশ পেসাপালো ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
৫। ওয়ালটন ৪র্থ জাতীয় ডিউবল চ্যাম্পিয়নশীপ/২০২২ (পুরুষ) শহীদ শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স, পল্টন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ পুলিশ ডিউবল ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
৬। ওয়ালটন মহান বিজয় দিবস ডিউবল টুর্ণামেন্ট/২০২২ (পুরুষ) শহীদ শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স, পল্টন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ পুলিশ ডিউবল ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
৭। ওয়ালটন ৪র্থ জাতীয় ডিউবল চ্যাম্পিয়নশীপ/২০২২ (নারী) শহীদ শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স, পল্টন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ পুলিশ ডিউবল ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
৮। ২য় জাতীয় ফুটভলি প্রতিযোগিতা/২০২২ (পুরুষ) আউটার স্টেডিয়াম, পল্টন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ পুলিশ ফুটভলি ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
৯। ২য় জাতীয় ফুটভলি প্রতিযোগিতা/২০২২ (নারী) আউটার স্টেডিয়াম, পল্টন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ পুলিশ ফুটভলি ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
১০। ওয়ালটন ১ম জাতীয় বীচ ডজবল টুর্ণামেন্ট/২০২২ (পুরুষ), লাবণী পয়েন্ট, কক্সবাজার-এ বাংলাদেশ পুলিশ ডজবল টিম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
১১। বাংলাদেশ জাতীয় ডজবল প্রতিযোগিতা/২০২৩ (পুরুষ) ময়নার-টেক, মিরপুর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ পুলিশ ডজবল টিম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
১২। ওয়ালটন ১ম জাতীয় বীচ ডজবল টুর্ণামেন্ট/২০২২ (নারী), লাবণী পয়েন্ট, কক্সবাজার-এ বাংলাদেশ পুলিশ ডজবল টিম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
১৩। ওয়ালটন ১ম জাতীয় ডজবল প্রতিযোগিতা/২০২৩ (নারী) ময়নার-টেক, মিরপুর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ পুলিশ ডজবল টিম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১৪। ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি/সমমান এবং এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল বিষয়ে জিপিএ-৫.০০ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

১৫। ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ "মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বৃত্তি তহবিল" হতে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশ 'কুস্তি, বক্সিং, শরীরগঠন ও ভারোত্তোলন ক্লাবের অর্জিত সাফল্যঃ

১। শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল স্মৃতি জাতীয় মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতা/২০২২ (স্যাম্বো)-এ ৫টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য এবং ১টি তাম্র পদক অর্জন করে।

২। শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল স্মৃতি জাতীয় মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতা/২০২২(কুরাশ)-এ ৫টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য এবং ২টি তাম্র পদক অর্জন করে।

৩। শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল স্মৃতি জাতীয় মার্শাল আট প্রতিযোগিতা/২০২২(কম্ব্যাট জুজুৎস)-এ ৫টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য পদক অর্জন করে।

মহান স্বাধীনতা/বিজয় দিবসঃ

১। মহান স্বাধীনতা দিবস কুস্তি প্রতিযোগিতা/২০২২-এ বাংলাদেশ কুস্তি প্রতিযোগিতা/২০২২ বাংলাদেশ পুলিশ কুস্তি দল ১টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য এবং ৭টি রৌপ্য পদক অর্জন করে।

২। মহান বিজয় দিবস বক্সিং প্রতিযোগিতা/২০২২-এ বাংলাদেশ পুলিশ বক্সিং দল ২টি রৌপ্যপদক অর্জন করে।

৩। মহান বিজয় দিবস কুস্তি প্রতিযোগিতা/২০২২-এ বাংলাদেশ পুলিশ কুস্তি দল ২টি রৌপ্য পদক অর্জন করে।

কমিউনিটি অ্যান্ড বিট পুলিশিং বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১। ২০২২ সালের ২৯ অক্টোবর শনিবার সারাদেশে কমিউনিটি পুলিশিং ডে-২০২২ পালন করা হয়। কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি পুলিশিং অফিসার এবং শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি পুলিশিং সদস্যদের ক্রেস্ট ও সম্মাননা পত্র প্রদান করা হয়।

চিত্র- কমিউনিটি পুলিশিং ডে-২০২২ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি।

২। বর্তমান বাংলাদেশ পুলিশের সকল জেলা, রেলওয়ে, হাইওয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও মেট্রোপলিটন ইউনিটে কমিউনিটি পুলিশিং এর কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। কমিউনিটি পুলিশিং এর চলমান কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করার লক্ষে দেশব্যাপি মোট ৪৯,৫২৯টি কমিটিতে ৮,৯৪,২০৬ জন কমিউনিটি পুলিশিং এর সদস্য কাজ করে চলেছে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে কমিউনিটি পুলিশিং এর মাধ্যমে দৃশ্যমান যেসকল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা নিম্নরূপ-

কার্যক্রম	উল্লেখযোগ্য অর্জন
ওপেন হাউজ ডে	৭,৮৬৬ টি
অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	২,১৬,৯৯২ টি
পরিবহন শ্রমিকদের প্রক্ষিণের সংখ্যা	১,৫৪,০১৬ জন

চিত্র-কমিউনিটি পুলিশিং মত বিনিময় সভা

৩। বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে পুলিশি সেবা ব্যবস্থাকে দেশব্যাপী সম্প্রসারণ ও গতিশীল করার লক্ষে সারাদেশে মোট ৬,৫২৫ টি বিট গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি বিটে ০১ জন এসআই, ০১ জন এএসআই ও সহকারী হিসাবে ০২ জন কনস্টবল কাজ করে আসছে। বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে গত জুলাই/২০২২ হতে জুন ২০২৩ মাস পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে-

কার্যক্রম	উল্লেখযোগ্য অর্জন
অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে অধর্তব্য অপরাধ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি	২,২৯,২১৭ টি
মাদক, চোরাচালান খুনসহ বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার	১,৮৫,১৩৯ জন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন	১,১৭,৩৮১ টি
মসজিদ পরিদর্শন	৩,৪৪,০৯১ টি
মন্দির পরিদর্শন	১,২২,১৭৬ টি
জরুরী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত ঘটনা মোকাবেলা	১,৪৩,৮৫৪ টি
প্রতিরোধমূলক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ	১,০১,৭৭৯ টি

চিত্র- বিট পুলিশিং পরিবহন চালক ও হেলপারদের ট্রাফিক সচেতনা ও প্রশিক্ষণ

৪। সার্ভিস ডেলিভারী ও কমিউনিটি পুলিশিং সেন্টারের মাধ্যমে জনগণ যাতে সহজে সঠিক সেবা পেতে পারে এ ব্যাপারে সিপিওগণের করণীয় সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

নির্বাচন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১। নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যঃ

জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত আসনের উপ-নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের (সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন, উপ-নির্বাচন এবং পুনঃভোটগ্রহণ সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অত্র শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়। বিগত ১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পর্যায়ের যেসব নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে তার তথ্য প্রদত্ত হলো-

	নির্বাচন	ক্রঃ	জাতীয় সংসদের আসন	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ
জাতীয় সংসদ নির্বাচন	একাদশ জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত আসনের উপ-নির্বাচন	১।	জাতীয় সংসদের ২১২ ফরিদপুর-২ আসনের উপনির্বাচন	০৫ নভেম্বর ২০২২
		২।	জাতীয় সংসদের ৩৩ গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচন	০৪ জানুয়ারি ২০২৩
		৩।	জাতীয় সংসদের ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের উপনির্বাচন	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
		৪।	জাতীয় সংসদের ৩৯ বগুড়া-৪ আসনের উপনির্বাচন	
		৫।	জাতীয় সংসদের ৪১ বগুড়া-৬ আসনের উপনির্বাচন	
		৬।	জাতীয় সংসদের ৪৪ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের উপনির্বাচন	
		৭।	জাতীয় সংসদের ৪৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের উপনির্বাচন	
		৮।	জাতীয় সংসদের ২৪৪ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের উপনির্বাচন	
		৯।	জাতীয় সংসদের ২৮৫ চট্টগ্রাম-৮ আসনের উপনির্বাচন	২৭ এপ্রিল ২০২৩

নির্বাচন	ক্রঃ নং	জেলা পরিষদ	ইউনিয়ন সংখ্যা	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
জেলা পরিষদ	১।	জেলা পরিষদ নির্বাচন	৫৯	১৭ অক্টোবর ২০২২	উল্লিখিত নির্বাচন ছাড়াও দেশব্যাপী বিভিন্ন কারণে শূন্য ঘোষিত বিভিন্ন

নির্বাচন	২।		১	১৪ নভেম্বর ২০২২	পদে ইউনিয়ন পরিষদ উপ-নির্বাচন এবং নির্বাচন উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে
	৩।		১	২৮ নভেম্বর ২০২২	

নির্বাচন	সিটি কর্পোরেশনের নাম	সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন	রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২২	১	২৭ ডিসেম্বর ২০২২	উল্লিখিত নির্বাচন ছাড়াও দেশব্যাপী বিভিন্ন কারণে শূন্য ঘোষিত বিভিন্ন পদে সিটি কর্পোরেশনের উপ-নির্বাচন এবং নির্বাচন উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে
	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২৩	১	২৫ মে ২০২৩	
	খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২৩	১	১২ জুন ২০২৩	
	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২৩	১		
	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২৩	১	২১ জুন ২০২৩	
	সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২৩	১		

নির্বাচন	ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
৫ম উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন	১।	চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী, সিলেট জেলার ওসমানীনগর ও সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলা	৩	০২ নভেম্বর ২০২২	উল্লিখিত নির্বাচন ছাড়াও দেশব্যাপী বিভিন্ন কারণে শূন্য ঘোষিত বিভিন্ন পদে উপজেলা পরিষদের উপ-নির্বাচন এবং নির্বাচন উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে
	২।	কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলা	১	১৬ মার্চ ২০২৩	
	৩।	ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলা	১	১২ জুন ২০২৩	

নির্বাচন	ক্রঃ নং	পৌরসভা	পৌরসভার সংখ্যা	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
পৌরসভা নির্বাচন	১।	পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন-২০২২	৪	২৭ জুলাই ২০২২	উল্লিখিত নির্বাচন ছাড়াও দেশব্যাপী বিভিন্ন কারণে শূন্য ঘোষিত বিভিন্ন পদে পৌরসভা উপ-নির্বাচন এবং নির্বাচন উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে
	২।		১	১১ সেপ্টেম্বর ২০২২	
	৩।		৩	০২ নভেম্বর ২০২২	
	৪।		৫	২৯ ডিসেম্বর ২০২২	
	৫।	পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন-২০২৩	৩	১৬ মার্চ ২০২৩	
	৬।		২	১২ জুন ২০২৩	
	৭।		৩	২১ জুন ২০২৩	

নির্বাচন	ক্রঃ নং	ইউনিয়ন পরিষদ	ইউনিয়ন সংখ্যা	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন	১।	ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০২২	২	১৪ জুলাই ২০২২	উল্লিখিত নির্বাচন ছাড়াও দেশব্যাপী বিভিন্ন কারণে শূন্য ঘোষিত বিভিন্ন পদে ইউনিয়ন পরিষদ উপ-নির্বাচন এবং নির্বাচন উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে
	২।		১৬	২৭ জুলাই ২০২২	
	৩।		২	৩১ জুলাই ২০২২	
	৪।		৪	১২ অক্টোবর ২০২২	
	৫।		২০	০২ নভেম্বর ২০২২	
	৬।		১২	২৮ নভেম্বর ২০২২	
	৭।		৪৮	২৯ ডিসেম্বর ২০২২	
	৮।	ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০২৩	১	১৩ মার্চ ২০২৩	
	৯।		১১১	১৬ মার্চ ২০২৩	
	১০।		৮	২০ মার্চ ২০২৩	

০২. ভিভিআইপি, ভিআইপি ও রাষ্ট্রীয় অতিথিদের নিরাপত্তা:

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা:

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেশব্যাপী কর্মসূচিসমূহের নিরাপত্তার জন্য দেশের সকল ইউনিটের সাথে সমন্বয় করে ফোর্স নিয়োজিত করার পাশাপাশি ফোর্সের গমনাগমন মনিটরিং করা হয়েছে।

০৩. পুলিশ এস্কর্ট সংক্রান্ত:

দেশী ও বিদেশী ভিআইপিগণের নিরাপত্তা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সফর ও গমনাগমন এবং চাহিদার ভিত্তিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টসমূহে অংশগ্রহনকারী ব্যক্তিবর্গের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন মেগা প্রজেক্ট ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালামাল পরিবহন ও বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য সরকারি ব্যাংকসমূহের অর্থ পরিবহনে পুলিশ এস্কর্ট প্রদান ও মনিটর করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, মেগা প্রজেক্টসহ অন্যান্য কেপিআইসমূহে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভে পরোক্ষভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

০৪. বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে নিরাপত্তাঃ

বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যের আন্তরিক, পেশাদারিত্বপূর্ণ ও দক্ষ ভূমিকায় সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টসমূহ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ব ইজতেমা, পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, শারদীয় দুর্গাপূজাসহ সকল ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস (মহান স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান বিজয় দিবস প্রভৃতিসহ) এর নিরাপত্তা প্রদান ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে।

দিবস	তারিখ
ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে নিরাপত্তা প্রদান	২২-২৪ জুলাই ২০২২
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে নিরাপত্তা প্রদান	২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে নিরাপত্তা প্রদান	১৫ আগস্ট ২০২২
পবিত্র আশুরা উপলক্ষে নিরাপত্তা প্রদান	৯ আগস্ট ২০২২
বিজয়া দশমী উপলক্ষে নিরাপত্তা প্রদান	৬ অক্টোবর ২০২২
ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে নিরাপত্তা প্রদান	৯ অক্টোবর ২০২২
ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে	
শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	

ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে	২০-২৩ জুন ২০২৩

০৫. বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলা উপলক্ষে নিরাপত্তাঃ

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলা উপলক্ষে বাংলাদেশী খেলোয়ার ও আয়োজকসহ বিদেশী দলসমূহের খেলোয়ার, ম্যাচ অফিসিয়ালস, সাপোর্টিং স্টাফ, সম্প্রচার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, হোটেলবয়, স্বেচ্ছাসেবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ভেটিং করত: নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ম্যাচ চলাকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ খেলোয়ার অবস্থান ও গমনাগমনের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

খেলাধুলা	তারিখ
'টিভিএস বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ ফুটবল ২০২১-২২' এর ২য় পর্বের খেলা	১৬ মে- ১৫ জুন ২০২২
শ্রীলংকা জাতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর	০৮-২৮ মে ২০২২
'ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি' বরণ	০৮-১১ জুন ২০২২
ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন মহিলা ক্রিকেট লীগ-২০২১-২২	১৮ মে- ২৬ জুন ২০২২
'ফিফা টায়ার-১ আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ' এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দল বনাম মালয়েশিয়া মহিলা জাতীয় ফুটবল দলের খেলা	২৩ জুন ও ২৬ জুন ২০২২
মালয়েশিয়া জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অনুশীলন ক্যাম্প	১১-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২
ওমেন্স টি২০ এশিয়া কাপ	২৮ সেপ্টেম্বর ১৭ অক্টোবর ২০২২
'এএফসি অ-১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৩' কোয়ালিফায়ার্স রাউন্ডের খেলা	০৫-০৯ অক্টোবর ২০২২
ভারত 'এ' ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে	25 নভেম্বর- ১০ ডিসেম্বর ২০২২
"ইউনেক্স সানরাইজ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জ-২০২২" এবং "ইউনেক্স সানরাইজ বাংলাদেশ জুনিয়র ইন্টারন্যাশনাল সিরিজ-২০২২"	07-11 ডিসেম্বর ২০২২
ট্রাই নেশন কাপ ২০২৩ উপলক্ষে	22-28 মার্চ ২০২৩
৩৬তম বাংলাদেশ এ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়নশীপ (বিএজিসি) ২০২৩	08-11 মার্চ ২০২৩
Bangabandhu IHF Trophy-Zone II (South and Central Asia) (Men's Junior & Men's Youth)-2022	13-17 মে ২০২৩
পাকিস্থান অনুর্ধ্ব-১৯ দলের বাংলাদেশ সফর	26 এপ্রিল- 18 মে ২০২৩
এশিয়ান জোনাল দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২৩, (জোন-৩.২) নিরপত্তা প্রদান	01-11 মে ২০২৩
শেখ জামাল জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠেয় "আইটিএফ এশিয়া অনুর্ধ্ব-১২ দলগত প্রতিযোগিতা-দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক কোয়ালিফাইং ইভেন্ট ২০২৩	14-21 মে ২০২৩
ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর	09 মে- ৩রা জুন ২০২৩
আফগানিস্থান জাতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর	10 জুন- ১৭ জুলাই ২০২৩
ভারতীয় বাস্কেটবল দলের বাংলাদেশ সফর	06-11 জুন ২০২৩
সিসেলস জাতীয় ফুটবল দল বনাম বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের খেলা	22-28 মার্চ ২০২৩
ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর	24 ফেব্রুয়ারি – ০৯ এপ্রিল ২০২৩
৩য় বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট-২০২৩	10-23 মার্চ ২০২৩
সাফ অনুর্ধ্ব-২০ ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২৩, এএফসি অনুর্ধ্ব-২০ ওমেন্স এশিয়ান কাপ-২০২৪ (কোয়ালিফায়ার্স) এবং উয়েফা ওমেন্স অনুর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২৩	৩ ফেব্রুয়ারি – ৩১ মার্চ ২০২৩

০৬. **রোহিঙ্গা সংক্রান্ত:**

বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আইন-শৃংখলা রক্ষায় এবং রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করে অস্ত্র-মাদক ব্যবসা যেন কক্সবাজারের নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত না করতে পারে সে জন্য নির্দিষ্ট করে এপিবিএন'কে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। প্রতিটি এপিবিএন যৌথ ক্যাম্প টহলের মাধ্যমে দুষ্কৃতিকারী রোহিঙ্গাদের গ্রেফতারে অভিযান পরিচালনা করছে। সাড়াশি অভিযানের ফলে প্রতিনিয়ত রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে অস্ত্র, মাদক ও চোরাচালান পণ্য উদ্ধার করা হচ্ছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে রাত্রিকালীন ব্লক রেইড ও চেকপোস্ট স্থাপনের কারণে দুষ্কৃতিকারীদের দৌরাত্ব নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। খুন, ধর্ষণ, মাদক পাচার, শিশু পাচার, ডাকাতি, অপহরণ, পতিতাবৃত্তিসহ সকল অপরাধ কঠোর হস্তে দমন করে এপিবিএন প্রতিটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে।

ইউএন অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

(১) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গমন করেছে - ৪৯৭ জন

(২) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন - ৪৭৩ জন

ক্রাইম বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

নারী ও শিশুদের উপর সহিংসতা দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ও প্রতিরোধে পুলিশ দেশে প্রচলিত আইন প্রয়োগের পাশাপাশি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করে। মাঠ পর্যায়ের এ ধরনের কার্যক্রম পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে তদারকি করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্তে সর্বমোট ৪৮৭টি পত্র রিসিভ করা হয়। সকল পত্রের অনুসন্ধান ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও নির্যাতন হতে নারী ও শিশুদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ সেবাসমূহ পরিচালিত হচ্ছেঃ

মুজিববর্ষ ও রজতজয়ন্তী উপলক্ষে কার্যক্রমঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের সকল থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী পরিবেশে সেবা প্রদানের নিমিত্ত সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। 'নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক' এ ডেস্ক পরিচালনার জন্য প্রতিটি থানায় পৃথক কক্ষ ও প্রশিক্ষিত পুলিশ সদস্য ও কর্মকর্তা রয়েছে। আইনগত সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি চিকিৎসা বা অন্য কোন মানবিক সহায়তা প্রয়োজন হলে সে বিষয়েও প্রয়োজনে সরকারী বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহনের ব্যবস্থা রয়েছে। বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্কগুলোতে ২,৩৩,৩৯৪ জন সেবা প্রত্যাশি বিভিন্ন ধরণের সেবা গ্রহণ করেছেন।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারঃ নির্যাতিত নারী ও শিশুদের বিশেষায়িত সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ সারাদেশে ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার পরিচালনা করছে। এ সকল ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ডিএমপি, সিএমপি, এসএমপি, আরএমপি, কেএমপি, বিএমপি, আরপিএমপি ও রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারগুলোতে আগত নারী ও শিশুদের সাময়িক আশ্রয় প্রদান, আইনগত সহায়তা প্রদান, চিকিৎসা ও অন্যান্য মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়। পুলিশের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন এনজিও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারগুলোতে কার্যক্রম পরিচালিত করছে। বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারগুলো হতে মোট ১,২৯৩ জন ভিকটিম সেবা গ্রহণ করেছে।

জাতীয় জরুরী সেবা-৯৯৯: ন্যাশনাল ইমারজেন্সি সার্ভিসেস-৯৯৯ চালু হওয়ার ফলে মোবাইল ব্যবহার করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুরা তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে পারছে। ফলে তাৎক্ষণিক পুলিশি সেবা প্রয়োজন হলে নিকটস্থ থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়েরের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। টোল ফ্রি ৯৯৯ নির্যাতিত নারী ও শিশুদের জন্য পুলিশি সেবা অনেকাংশে সুগম করেছে।

Police Cyber Support for Women: অনলাইন ভিত্তিক হয়রানি, ইভটিজিং, প্রতারণা, হুমকি প্রদান প্রভৃতি অপরাধ হতে নারীদের সুরক্ষা ও আইনগত সহায়তা প্রদান করার জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এ 'Police Cyber Support for Women' সার্ভিস চালু করা হয়েছে। Hotline: 01320-000888; E-mail: cybersupport.women@police.gov.bd; URL:https://m.facebook.com/PCSW.PHQ/, এর মাধ্যমে সারাদেশের যেকোন প্রান্ত থেকে নারীরা অভিযোগ জানাতে পারে।

Complaint Committe: কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধের লক্ষে মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশ বিভাগের সকল ইউনিটে Complaint Committe গঠন করা হয়েছে। উক্ত Complaint Committe কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সজাগ রয়েছে।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে গৃহীত পদক্ষেপঃ

বাংলাদেশ পুলিশ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের নিমিত্ত মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ সারা দেশে কঠোরভাবে প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে দেশের থানাগুলোতে মানব পাচারের অপরাধে ৩৩২৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে ৮৩৭টি মামলা দায়ের হয়েছে। একই সময়ে ৫২২ টি মামলার তদন্ত শেষে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাংলাদেশ পুলিশের ইউনিটগুলো মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটর করার জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে মানব পাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেল বা টিআইপি সেল নামে বিশেষায়িত একটি সেল রয়েছে। এ সেল হতে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে মাঠ পর্যায়ের ইউনিটগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মামলার তদন্ত পর্যালোচনা করে মামলার যথাযথ তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। US State Department কর্তৃক Trafficking in Person (TIP) Report-2022 প্রস্তুতের জন্য এবং Bangladesh Country Report-2022 প্রণয়ন করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। বিট পুলিশিং ও কমিউনিটি পুলিশিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের মাঠ পর্যায়ের ইউনিটগুলো মানব পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

মিডিয়া বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

(ক) **পেপার ক্লিপিং-** ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বহুমাত্রিক উদ্ভাবনী উপায়ে গতানুগতিক মিডিয়াসহ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মসমূহে সরকারের দর্শন ও রূপকল্প, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন কর্মসূচীসহ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের আলোকে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ মহোদয়ের নির্দেশনার আলোকে মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্, বাংলাদেশ পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদিত করেছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রম, নিয়োগ-বদলি ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের প্রায় ২৬ হাজার ১০৭টি পেপার ক্লিপিং ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ মহোদয় এবং উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।

(খ) **প্রেস রিলিজ-** ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ মহোদয়ের দৈনন্দিন পুলিশি কার্যক্রম, পুলিশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, নতুন ইউনিট স্থাপন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম এবং অবদান ইত্যাদি সম্পর্কে ৩৩৯টি প্রেস রিলিজ এবং ছবি প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ায় প্রচার/প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(গ) **গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/সংবাদ প্রকাশ-** পবিত্র ঈদুল ফিতর, পবিত্র ঈদুল আযহা, ইজতেমা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বাংলা ও ইংরেজি নববর্ষ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও অনুষ্ঠান নিরাপদে উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

(ঘ) **স্ক্রল নিউজ-** পুলিশের আভিযানিক সাফল্য, গ্রেফতার, উদ্ধার এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণ, নিয়োগ/বদলি ইত্যাদি সংবাদ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সমন্বয় করে স্ক্রল নিউজ হিসেবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ঙ) **বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ-** প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ায় প্রচারিত পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্ শাখা থেকে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

(চ) **সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয়-** প্রতিবেদনাধীন সময়ে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন (ক্র্যাব) এর সদস্য এবং প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার অপরাধ বিষয়ক প্রতিবেদকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, পুলিশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রেস কভারেজ এবং তথ্য প্রদান সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় করা হয়েছে। তাদেরকে পুলিশ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইতিবাচক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পুলিশ-সাংবাদিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে। তাছাড়া, বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন যেমন- বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (বিএফইউজে), ঢাকা ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (ডিইউজে), ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) এবং বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দের সাথে পুলিশি কার্যক্রম সংক্রান্তে তথ্য প্রদান এবং

মতবিনিময় করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়া হাউজ পরিদর্শন করে ওইসব হাউজে কর্মরত সংবাদকর্মীদের সাথে পুলিশ-মিডিয়া সম্পর্ক উন্নয়ন সংক্রান্তে মতবিনিময় করা হয়েছে।

(ছ) **ফেসবুক পেইজ-** মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্ শাখা থেকে পরিচালিত বাংলাদেশ পুলিশের ভেরিফাইড অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে আইজিপি মহোদয়ের ইভেন্টসমূহ, পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম, জননিরাপত্তা এবং জনসচেতনতামূলক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে।

(জ) **ইউটিউব-** ইউটিউবে Bangladesh Police Channel এ ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ মহোদয়ের বিভিন্ন ইভেন্টসহ বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে, যা বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমকে আরও বেশি জনমুখী করছে ।

(ঝ) **WhatsApp গ্রুপ-** বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর থেকে ইন্সপেক্টর জেনারেল পর্যন্ত পদমর্যাদার অফিসারদের জন্য প্রয়োজনীয়তা এবং প্রযোজ্যতা অনুযায়ী অত্র শাখা হতে WhatsApp এ সুনির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রুপ পরিচালনার মাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন তথ্য, জনসচেতনতা ও পুলিশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের বিভিন্ন বার্তা, আদেশ, নির্দেশনা ইত্যাদি পোস্ট করা হয়ে থাকে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে খুব সহজেই অবগত হয়ে থাকেন।

এন্টি টেররিজম ইউনিটের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

১। উগ্রবাদী মামলায় জামিন প্রাপ্তদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী, একাধিক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত, যাবজ্জীবন সাজা ও মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতারপূর্বক বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

২। "Inform ATU" অ্যাপস এবং সাইবার হেল্প ডেস্ক হটলাইন চালু করে জনগনকে সাইবার বিষয়ক সেবা প্রদান করা হয়েছে। সাইবার পেট্রোলিং ও সাইবার স্পেস মনিটরিং এর মাধ্যমে অনলাইন সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা ও সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। জঙ্গী সংগঠন কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্র সম্পর্কিত Terrorist Arms Data Center নামে ডাটাবেজ সেল গঠন করা হয়েছে।

৪। রাজশাহী, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে অফিস স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের ৩০ টি ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার এর মাধ্যমে বিট পুলিশিং এবং কমিউনিটি পুলিশিং কর্মকর্তাদের CVE & PVE সংক্রান্তে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫। সোয়াট সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ত্রৈমাসিক মাস্কেট্রি অনুশীলন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সিআইডি'র উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

২২ ধরনের শিডিউলভূক্ত মামলা তদন্তসহ শিডিউলভূক্ত মামলার বাইরে আদালত/পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে প্রাপ্ত যে কোন ধরণের মামলা তদন্ত করা হয়। চাঞ্চল্যকর মামলাসমূহের তদন্তে মন্ত্রণালয় ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর সাথে লিয়াঁজো রক্ষা করা। মানিলন্ডারিং মামলা ও সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত তদন্ত করা এবং মানি লন্ডারিং ও সাইবার অপরাধে জড়িতদের শনাক্তপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মাদক ও ভিসেরা এর পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রদান সহ ডিএনএ অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে ফৌজদারী মামলাসমূহে অপরাধী শনাক্তকরণ ও বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান। অভিযুক্তের ফিঙ্গার প্রিন্ট শনাক্তকরণের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণসহ জালনোট ও মেকীমুদ্রা সংক্রান্তে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান, ব্যালিস্টিকস বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ফৌজদারী অপরাধে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র শনাক্তকরণ বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান, অণুবিশ্লেষণ এর মাধ্যমে গাড়ীর ভগ্নাংশ শনাক্তকরণ, পরিবর্তিত চেসিস নাম্বার, চাকার প্রিন্ট ইত্যাদি শনাক্তকরণ, ফিঙ্গার প্রিন্ট ও ফুট প্রিন্ট বিশ্লেষণের মাধ্যমে অপরাধীদের ফিঙ্গার ও ফুটপ্রিন্ট শনাক্তকরণ এবং ফটোগ্রাফী সেকশনের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ তথা অপরাধীর ছবি সংরক্ষণ করা হয়।

পুলিশসহ অন্যান্য সকল তদন্তকারী সংস্থার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সাইবার ক্রাইম ল্যাবের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত অপরাধ ও অপরাধী শনাক্তকরণ, যে কোন ধরণের অপরাধ সংঘটনের খবর পাওয়া মাত্র ক্রিইমসিন ভ্যানের দ্রুত অকুস্থলে পৌঁছে ঘটনাস্থল সংরক্ষণসহ ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল ও যোগপযোগী কোর্সের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিজ্ঞানসম্মত দক্ষ তদন্ত কর্মকর্তা তৈরী করা।

সাপ্তাহিক অপরাধ সমীক্ষা প্রকাশ করাসহ সমগ্র বাংলাদেশে অপরাধ বিষয়ক বাৎসরিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং সিআইডি'র অফিস ব্যবস্থপনা অটোমেশনের মাধ্যমে পরিচালনা করা।

নৌ-পুলিশ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

- **বঙ্গবন্ধু কর্নার ও নৌ পুলিশ লাইব্রেরী স্থাপন**
- **নৌ পুলিশের রেশন স্টোর উদ্বোধন ও পুলিশ/নন পুলিশ সদস্যদের রেশন প্রদানের ব্যবস্থা করা**
- নৌপথে ডাকাতি, জলদস্যুতা ও চাঁদাবাজি বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ
- নৌপথে মাদকদ্রব্য চোরাচালান হ্রাসকরণ
- অবৈধভাবে ও শর্ত ভঙ্গ করে বালু উত্তোলন বন্ধে নৌ টহল বৃদ্ধিকরণ
- নিষিদ্ধ সময়ে নদী/সমুদ্র/হ্রদ থেকে মৎস্য শিকার বন্ধে অভিযান পরিচালনা
- অবৈধ জাল তৈরির কারখানায় অভিযান পরিচালনা
- নদীতে ফিক্সড স্থাপনা যেমন-বানা/ঝোপ/ঘের স্থাপনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা
- অবৈধ দখল রোধকল্পে অভিযান পরিচালনা
- পণ্য ও জ্বালানি তেল চুরি রোধকল্পে অভিযান পরিচালনা
- নদী দূষণ বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ
- নৌ ট্রাফিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ, নৌ দূর্ঘটনা, জীবন ও সম্পদহানি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ
- অনিবন্ধিত নৌযান এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ও মামলা প্রদান
- অবৈধ জালের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা
- নিষিদ্ধ সময়ে জাটকা ও মা ইলিশ আহরণ বন্ধে অভিযান পরিচালনা
- ইলিশের অভয়াশ্রম রক্ষায় কার্যকরী পদেক্ষেপ গ্রহণ
- বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা
- জাটকা সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনা
- সমুদ্রসীমায় ৬৫ দিন মৎস আহরণ বন্ধে অভিযান পরিচালনা
- কাপ্তাই লেকে মৎস্য আহরণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ বন্ধে অভিযান পরিচালনা
- রাতের বেলা বাল্কহেড চলাচল বন্ধে অভিযান পরিচালনা
- বিধিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে লঞ্চঘাট, টার্মিনাল, পশুরহাটসহ অন্যান্য স্থানে যাত্রী নিরাপত্তা সংক্রান্তে দায়িত্ব পালন
- হালদা নদীতে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকরণে অভিযান পরিচালনা
- সুন্দরবনের মৎস ও প্রাণিজ সম্পদ রক্ষায় অভিযান পরিচালনা
- অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে মামলা রুজুকরণ

নৌ পুলিশের রেইজিং ডে উদযাপন উপলেক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন এবং পারস্পরিক সমন্বয় সাধন

আইসিটি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

Network Connectivity & Network Operation Center (NOC):

বাংলাদশে পুলশিরে ১৩৫০ টি অফিসে নিজস্ব ফাইবার নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ব্যাকবোন স্থাপন ও VPN Configuration এর কাজ সম্পন্ন হয়ছে। উল্লিখিতি ভিপিএন এর মাধ্যমে বাংলাদশে পুলশিরে সকল ডিজিটাল সার্ভিসসমূহ যেমন; বাংলাদশে পুলিশ ওয়বেপইেজ, সিআইএমএস, সিডিএমএস, পিআইএমএস, জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯, ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স বিডি পুলিশ

হেল্প লাইন, আরএমএস ইত্যাদির ব্যবহার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। গত ০৪/১১/২০২০খ্রিঃ অনলাইন জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। গত ২১/০৪/২০২১খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) আগারগাঁও, ঢাকা এবং বাংলাদেশ পুলিশের মধ্যে একটি MOU (সমঝোতা স্মারক) স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত MOU (সমঝোতা স্মারক) অনুযায়ী উল্লেখিত কানেকটিভিটি বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে বর্তমানে পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পুলিশের ১৩৫০ টি ইউনিটে নেটওর্য়াক কানেকটিভিটি সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে নেটওর্য়াক অপারেশন সেন্টার (NOC) স্থাপন করা হয়েছে।

Capacity Enhancement of Data Center :

বাংলাদেশ পুলিশের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয়ভাবে স্থাপিত, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য টায়ার-3 (Tier-III Compliant) মানসম্পন্ন ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল পুলিশিং নিশ্চিতকল্পে উক্ত ডাটা সেন্টারে ১০৩ টি এ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং করা আছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ডাটা স্টোরেজ ব্যবহারের ফলে অধিকতর দক্ষতা এবং নিরাপত্তার সহিত ডিজিটাল পুলিশি সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। উক্ত তথ্যসমূহ অত্যন্ত সংবেদনশীল বিধায় ডাটা সেন্টারের নিজস্ব নিরাপত্তা (Physical and Logical) নিশ্চিত করা হয়েছে। উক্ত ডাটা সেন্টারে রক্ষিত তথ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধের প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে যা অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া উক্ত ডাটা সেন্টারের Security বৃদ্ধি করা এবং Cyber Surveillance ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে উক্ত ডাটা সেন্টারে Security Operation Center (SOC) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Video Conferencing System:

ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমের মাধ্যমে রেঞ্জ ও মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট গুলোর সাথে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে আয়োজিত অনলাইন সভাসমূহ আইজিপি মহোদয় রেঞ্জ, মেট্রো সহ মাঠপর্যায়ে কর্মরত পুলিশের সকল পর্যায়ের সদস্যদের সাথে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ দমন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

ONE Card for Bangladesh Police and Non-Police Personnel:

বাংলাদেশ পুলিশের সকল পদমর্যাদার সদস্যদের জন্য আইডি কার্ড, রেশন, কিট, চিকিৎসা সেবা সমূহকে একই প্লাটফর্মে সন্নিবেশিত করার লক্ষ্যে ONE Card ONE Card for Bangladesh Police and Non-Police Personnel চালু করা হয়েছে। উক্ত কার্ডটিতে ব্যবহৃত Chip ও QR Code এর মাধ্যমে Access Control, রেশন, কিট, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের ব্যবহারসহ Credit Card হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়েছে।

PCSW (Police Cyber Support for Women) :

PCSW পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক পরিচালিত নারী সাইবার সহায়তা পরিসেবা। নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সাইবার-অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন (PCSW) কাজ করে থাকে। এটি সাইবার অপরাধের শিকার নারীদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ও আইনী সহায়তা প্রদান করে। নারী পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় নারী সেবা প্রার্থীগণ সেবা গ্রহণে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। নারী সেবা গ্রহীতাদের আইনি সহায়তার জন্য PCSW ভিকটিমদের নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশন, উপযুক্ত পুলিশ ইউনিট বা ভিকটিম সহায়তা কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত করে এবং দ্রুততম সময়ে সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করে।

Citizen Information Management System (CIMS) Software:

বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়াদের তথ্যাদি যথাযথভবে সংরক্ষণের জন্য Citizen Information Management System (CIMS) Software টি বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

Crime Data Management System (CDMS) :

Crime Data Management System (CDMS) সফটওয়্যারে বাংলাদেশের সকল থানা সমূহে মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়। এতে মামলার বিষয়বস্তু, ঘটনাস্থল, আসামীসহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সন্নিবেশ করা হয় বিধায় অপরাধ ও অপরাধীদের ধরণ এবং এলাকাভিত্তিক অপরাধের ডাটাবেজ গড়ে উঠেছে। অপরাধীদের দ্রুত সনাক্ত করার লক্ষ্যে CDMS এর সঙ্গে ফিঙ্গার প্রিন্ট, এনআইডি এবং বিআরটিএ ডাটাবেজের সাথে ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

CDMS++ Online GD (Lost & Found) : বাংলাদেশ পুলিশের নিজস্ব উদ্যোগে অনলাইন জিডি সুবিধাসহ ১৩টি Module নিয়ে সিডিএমএস++ নামে একটি এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডেভলপ করা হয়। সফটওয়্যারটির এ্যাপস ও ওয়েব সংস্করণ ব্যবহার করে সেবাগ্রহীতা ঘরে বসেই Lost & Found বিষয়ে জিডি রেকর্ড করতে পারবেন এবং জিডির বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সর্ম্পকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট জানতে পারবেন।

Next Generation for PIMS (NGPIMS)- বাংলাদেশ পুলিশে বিদ্যমান Personal Information Management Software (PIMS) এর আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী PIMS এর ১৯ টি Module ডেভলপ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে পুলিশের সকল সদস্যের সকল প্রকার তথ্যাদি হালনাগাদ সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

Bangladesh Police Inventory Management System: বাংলাদেশ পুলিশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ পুলিশ ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ডেভেলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সিস্টেম টিকে Piloting এর জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহ ও নির্বাচিত কয়েকটি ইউনিটে সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাজের সুবিধার্থে "ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস" সফটওয়্যার, ই-পুলিশিং সফটওয়্যার, CIMS সফটওয়্যার, এসআইভিএস++ সফওয়্যার, DRIMS, সিসিটিভি প্রজেক্ট, Face ম্যাচিং প্রসেস, এএনপিআর, রেশন ম্যাজেনমেন্ট সফটওয়্যার, ইনভেন্টরি প্রসেস (লজিস্টিকস), এস্টেট এন্ড ডেভোলপমেন্ট প্রজেক্ট, মেইল সার্ভার, Finance Management Software, ডি-ষ্টোর সফটওয়্যার, ক্লথিং ষ্টোর সফটওয়্যার, Archiving Software, ভেইক্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার, পিএলএমএস সফটওয়্যার ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সফওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যার সমূহের ব্যবহারের ফলে ঢাকা মেট্রোপলিটর পুলিশের আইটি ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতিসহ মহানগরীর জনসাধারণকে ডিএমপি কর্তৃক অতি দ্রুততার সাথে আইটি সংক্রান্ত সেবা প্রদানে সক্ষম হয়েছে এবং ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। এ ছাড়াও ডিএমপি ওয়েব সাইট ও ডিএমপি অন-লাইন নিউজ ওয়েব সাইট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিএমপি'র সকল বিভাগসহ থানা সমূহে LAN ও WAN এর আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া Intranet (off line) সংযুক্ত করা আছে যার ফলে থানা হতে যে তথ্য সমূহ ইনপুট দেওয়া হচ্ছে তা ডিএমপি সদর দপ্তরে রক্ষিত সার্ভারে নিরাপদে সংরক্ষিত হচ্ছে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান করা যাচ্ছে।

ই-পুলিশিং ঃ ই-পুলিশিং প্রজেক্ট বাস্তবায়নের আগে থানা সমূহতে প্রয়োজনের তুলনায় কম্পিউটারের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। যার ফলে অফিসের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হতো। ই-পুলিশিং প্রকল্পের অধীনে ঢাকাস্থ সকল পুলিশ ইউনিট যেমন- পুলিশ সদর দপ্তর, সিআইডি, এসবি, ডিএমপি (সদর দপ্তর) এবং ডিএমপি'র সকল থানার (৫০/পঞ্চাশটি) মধ্যে আন্তঃসংযোগ (ল্যান) স্থাপন করা হয়েছে। দ্রুত জনসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি থানায় ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার, ফিঙ্গার প্রিন্ট ডিজিটাল ক্যামেরাসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হয়েছে। দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিএমপি সদর দপ্তরে ০২ (দুই) টি এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স-এ ০২ (দুই) টি কম্পিউটার ল্যাব তৈরী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষ হাতে জনসেবা প্রদানে নিয়োজিত আছেন।

অফিস অটোমেশনঃ পূর্বে নগরবাসীকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পেতে থানা, ডিসি অফিস এবং ডিএমপি (সঃদঃ) এ যোগাযোগ করতে হত এবং অনেক সময় ব্যয় হত। অর্থ বিভাগে কাজের জন্য প্রচুর শ্রম-শক্তি ও কর্মঘন্টা ব্যয় করা হত এবং হার্ডকপি সংরক্ষন করা হত যেগুলো কিছুদিন পরে পড়ার যোগ্য থাকতো না। সিসিটিভি ব্যবহারের পূর্বে নাগরিক নিরাপত্তা নিয়ে শংকা থাকতো। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে রেশন ম্যানেজমেন্ট ত্বরিত সম্পন্ন করা যেত না। কেউ যদি কোন মাসে একাধিকবার রেশন উত্তোলন করত তাহলে তাৎক্ষনিকভাবে তা চিহ্নিত করা যেত না। ইনভেনটরির হিসাব রাখার জন্য স্টোরে গিয়ে হিসাব রাখতে সময়ের প্রয়োজন হত।

ডিজিটাল অফিস অটোমেশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সদর দপ্তর বিভাগের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ইস্যু, পুলিশ শপিং মল এবং পে-রোল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সিস্টেমসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। গ্রাহকগণকে দ্রুততম সময়ে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও ডিজিটালাইজ সিস্টেম দ্বারা পুলিশ শপিং মলের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং পণ্যের মজুত তাৎক্ষণিক নিরূপন করা পাশাপাশি জনবলের সাশ্রয়, কাগজের ব্যবহার হ্রাস এবং স্বল্পতম সময়ে নিখুঁত হিসাব প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সিসিটিভি ব্যবহারের মাধ্যমে সকল কিছুর ট্রেস রাখা সম্ভব হচ্ছে।

ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টঃ লজিস্টিকস্ বিভাগের রেশন সফটওয়্যার, ডি-স্টোর সফটওয়্যার, ক্লথিং স্টোর সফটওয়্যার সিস্টেম দ্বারা ম্যানুয়াল পদ্ধতির কার্যাবলীকে ডিজিটালাইজড্ করা হয়েছে। লজিস্টিকস্ বিভাগের ডিজিটালাইজ সিস্টেম দ্বারা রেশন স্টোর, ডি-স্টোর, ক্লথিং স্টোর এর পণ্য ইস্যু প্রক্রিয়াকে দ্রুততর এবং প্রকৃত প্রাপকের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্টোরের মজুত সম্পর্কে যে কোন সময় ধারণা সংগ্রহ করা যাবে।

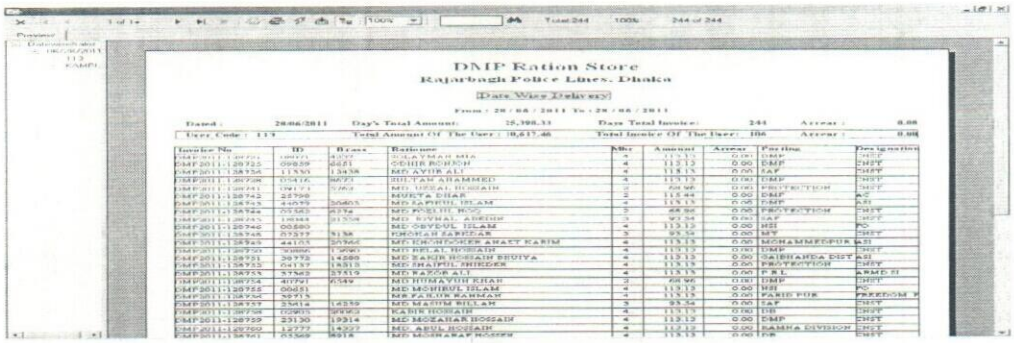

DMP Ration Store
Rajarbagh Police Lines, Dhaka

লজিস্টিকস্ বিভাগের রেশন স্টোর সফটওয়্যার

এসআইভিএস++ (সাসপেক্ট আইডেনটিফিকেশন এন্ড ভেরিফিকেশন সিস্টেম ডাটাবেইজ)ঃ এসআইভিএস++ ডাটাবেসটির মাধ্যমে সন্দেহভাজন ব্যক্তির ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ছবিসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংরক্ষন করা হচ্ছে। যা বর্তমানে ডিএমপি'র ৫০টি থানা, সিএমএম কোর্ট, ডিবি অফিস এবং সিটি অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিএমপি'র থানাসমূহে অপরাধী এবং অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য ইতিপূর্ব হতে রেজিস্টার বইয়ে সংরক্ষণ করা হতো, যার ফলে কোনো থানায় কোনো অপরাধী ধৃত হলে সে সংক্রান্তে অন্য কোন থানা খুব সহজে জানতে পারতো না। এছাড়াও কোন অপরাধী জামিনে মুক্ত হয়ে পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে কি'না তাও সহজে বুঝতে পারা যেতো না। এ সকল চিহ্নিত জটিল সমস্যা সমাধানকল্পে বায়োমেট্রিক তথ্যসহ অপরাধীর ডাটাবেস তৈরী করার সিদ্ধান্ত ডিএমপিতে গৃহীত হয় এবং সেই মোতাবেক এসআইভিএস সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। যেহেতু ডিএমপি সদর দপ্তরের সাথে নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয় পত্রের ডাটাবেসের VPN এর মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। তাই ঢাকা মহানগরীতে যে কোন অজ্ঞাত/পরিচয় বিহীন লাশের সঠিক পরিচয় খুব সহজে সনাক্ত করা যাচ্ছে এবং এ সংক্রান্তে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।

DRIMS ঃ DRIMS (DMP Renovated Information Management System) এই ডাটাবেসটি অনেকগুলো ডাটাবেস কে সংযোগ করে প্রয়োজনীয় তথ্যের সাপোর্ট দিচ্ছে। যেমন-সিআইএমএস এর API জাতীয় পরিচয়পত্রের API দিয়ে সংযোগ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সিআইডির AFIS এর API দিয়ে সংযোগের কাজ প্রক্রিয়াধীন। এছাড়াও পিআইএমএস, সিডিএমএস, পাসপোর্ট ইত্যাদির সাথেও সংযোগ স্থাপন করা হবে। সুতরাং একটি ডাটাবেস সার্চ করার মাধ্যমে সংযোগকৃত ডাটাবেস গুলোতে সার্চের কাজ করবে।

Face Matchingঃ ঢাকা মহানগরীতে চলাচলকারী জনসাধারনের নিরাপত্তার জন্য শুধুমাত্র সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও ধারন করা হচ্ছে না পাশাপাশি কোন অপরাধীর ফেস সিসিটিভিতে সংরক্ষিত ডাটার মধ্যে সার্চের মাধ্যমে ফেসম্যাচ প্রক্রিয়াটি খুব সহজে বের করে আনবে। এই সফটওয়্যার ডেভোলপমেন্টের কাজ প্রায় শেষ পর্যায় এবং ইনস্টোলেশনের কাজ চলছে। পাশাপাশি পরীক্ষামূলক ম্যাচিং এর কাজ চলমান রয়েছে।

ANPR Softwareঃ সিসিটিভিতে সংরক্ষিত গাড়ীর তথ্য সমূহ হতে গাড়ীর নম্বর প্লেট পড়ার জন্য এই সফটওয়্যার ব্যবহার করা হবে। এই সফটওয়্যার ডেভোলপমেন্টের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। সিসিটিভি কন্ট্রোলরুমে ট্রাইল এবং টেস্ট এর কাজ চলছে। এর ফলে ঢাকা মহানগরীর প্রবেশ মুখে ও উল্লেখিত সড়কে যে কোন সড়ক দূর্ঘটনা ও ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারী গাড়ীর নম্বরসমূহ সহজে সনাক্তকরণ এবং উক্ত সড়কে সংঘঠিত বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডও সহজে সনাক্তকরণসহ দ্রুততারসাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হবে।

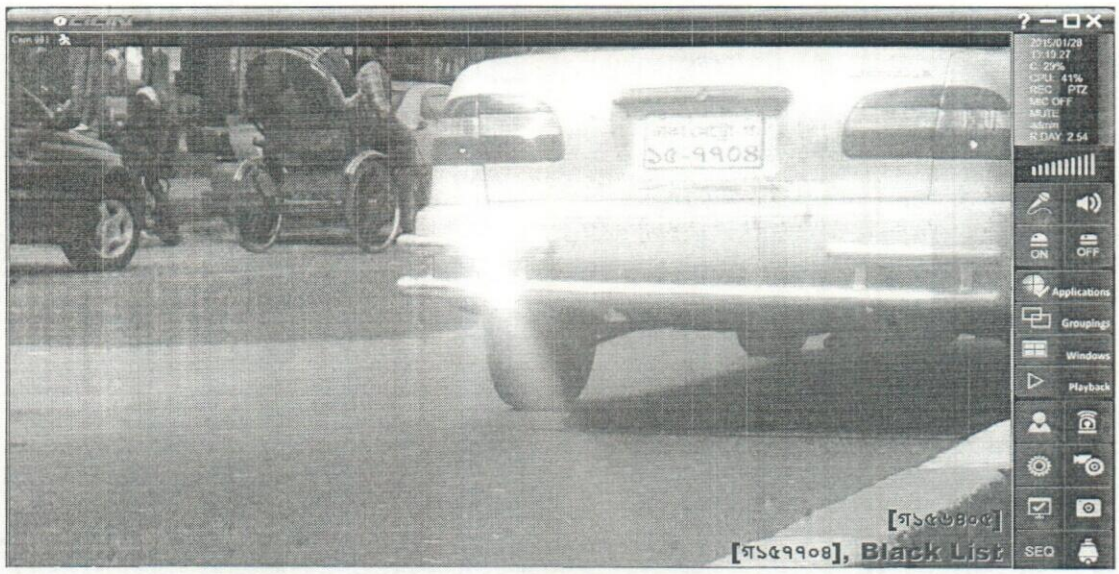

ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস ঃ ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রজেক্ট বাস্তবায়নের পূর্বে ট্রাফিক অফিস সমূহতে আলাদা আলাদা সার্ভার এর ডাটা স্টোর করা হতো ফলে একটি ট্রাফিক অফিস অন্য ট্রাফিক অফিসের ডাটা দেখতে পেত না। যার ফলে একটি গাড়ী সত্যিকার অর্থে কয়টি ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করেছে তাও জানা যেত না। এছাড়া ট্রাফিক জরিমানার অর্থ প্রদান করার জন্য ট্রাফিক অফিস সমূহতে লম্বা লাইনে দাড়াতে হত। দিন শেষে ট্রাফিক অফিস সমূহতে কতটাকা জরিমানা সংগ্রহ করা হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হত না। কোন গাড়ি অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্তে কোন তথ্য প্রয়োজন হলে পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে জানতে হত যা শ্রম ও সময় স্বাপেক্ষ ব্যাপার ছিল এবং নগরবাসী গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য খুব সহজে পেতেন না।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ঢাকা মহানগর এলাকার যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা স্বাচ্ছন্দ্যময় করার লক্ষ্যে ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন পদ্ধতির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 'ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রজেক্টের' এর ০৩ (তিন) টি অংশ যেমন-(১) কেস এন্ট্রি এন্ড মনিটরিং সিস্টেম (২) পেমেন্ট কালেকশন এবং (৩) ডকুমেন্ট হস্তান্তর এর মাধ্যমে পুরো ট্রাফিক ব্যবস্থাকেই ডিজিটাল করা হয়েছে।

"ই-ট্রাফিস প্রসিকিউশন প্রসেস" প্রজেক্টে বর্তমানে ঢাকা মহানগরীতে ইউসিবিএল ব্যাংকের ২৭ টি শাখার মধ্যে ২২ টি শাখায় ট্রাফিক জরিমানার অর্থ আদায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে তাছাড়া উক্ত প্রজেক্টে ট্রাফিক জরিমানার অর্থ আদায়ের প্রক্রিয়া আরও সহজতর ও দ্রুততার সাথে গ্রাহকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইউসিবিএল ব্যাংক এর আরেকটি আর্থিক সেবা মাধ্যম মোবাইল ব্যাংকিং 'উপায়' (যা মোবাইলের মাধ্যমে পেমেন্ট করা হয়), যার মাধ্যমে ট্রাফিক জরিমানা আদায়ের কার্যক্রম চলছে। বর্তমান ট্রাফিক

আইন অমান্য কারীদের জরিমানার অর্থ ডিসি অফিস, ব্যাংক এবং মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে। ই-ট্রাফিস প্রসিকিউশন সিস্টেমে ক্যাশকাড যেমন-বিভিন্ন মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড, ডেবিট কার্ড ও অন্যান্য ব্যাংক কার্ড এর মাধ্যমে এবং নিজ মোবাইলে এ্যাকাউন্ট করে জরিমানার অর্থ পরিশোধের প্রক্রিয়াটি প্রক্রিয়াধীন, যা খুব শীঘ্র চালু করা হবে। এছাড়াও যে পজ ডিভাইজ এর মাধ্যমে কেস ফাইল করা হয় উক্ত পজ ডিভাইজের মাধ্যমেও ক্যাশকার্ড ব্যবহার তরে ট্রাফিক জরিমানা পরিশোধ করাও সম্ভব হবে। এর ফলে নগরবাসী স্বল্প সময়ের মধ্যে ঝামেলাহীন ভাবে ট্রাফিক জরিমানা পরিশোধ করতে পারবেন। ডিএমপি'র ট্রাফিক বিভাগ সমূহে গাড়ী রেকারিং মামলাসমূহ ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ার পরিবর্তে সম্প্রতি "ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস" প্রজেক্টের আওতায় বর্তমানে পজ ডিভাইসের মাধ্যমে রেকার মামলা প্রদান ও জরিমানা আদায়ে কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

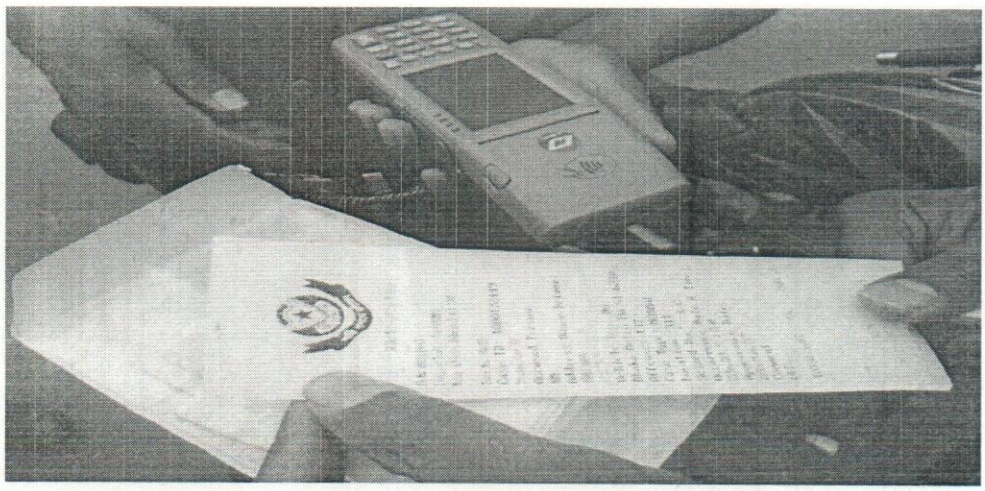

কেস এন্ট্রি এন্ড মনিটরিং সিস্টেম

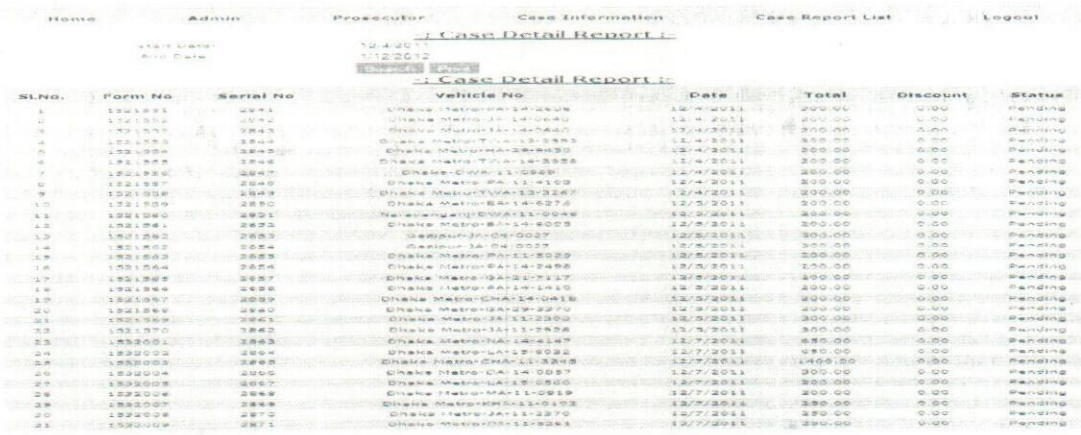

Home | Admin | Prosecutor | Case Information | Case Report List | Logout

-: Case Detail Report :-

Start Date: 12/4/2011
End Date: 1/12/2012

-: Case Detail Report :-

SLNo.	Form No	Serial No	Vehicle No	Date	Total	Discount	Status
1	1521551	2841	Dhaka Metro-HA-14-2606	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
2	1521552	2842	Dhaka Metro-JA-14-0640	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
3	1521552	2843	Dhaka Metro-JA-14-0640	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
4	1521553	2844	Dhaka Metro-TVA-13-2551	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
5	1521554	2845	Dhaka Metro-HA-28-8430	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
6	1521555	2846	Dhaka Metro-TVA-14-3558	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
7	1521556	2847	Dhaka-CWA-11-0969	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
8	1521557	2848	Dhaka Metro-PA-11-4102	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
9	1521558	2849	Dhaka Metro-TVA-13-3267	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
10	1521559	2850	Dhaka Metro-BA-14-6274	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
11	1521560	2851	Narayanganj-CWA-11-0048	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
12	1521561	2852	Dhaka Metro-BA-14-6005	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
13	1521562	2853	Gazipur-JA-04-0027	12/5/2011	300.00	0.00	Pending
14	1521562	2854	Gazipur-JA-04-0027	12/5/2011	300.00	0.00	Pending
15	1521563	2855	Dhaka Metro-PA-11-5020	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
16	1521564	2856	Dhaka Metro-PA-14-2498	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
17	1521565	2857	Dhaka Metro-GA-21-7117	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
18	1521566	2858	Dhaka Metro-PA-14-1410	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
19	1521567	2859	Dhaka Metro-CHA-14-0418	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
20	1521569	2860	Dhaka Metro-GA-29-3270	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
21	1521569	2861	Dhaka Metro-JA-11-2300	12/5/2011	300.00	0.00	Pending
22	1521570	2862	Dhaka Metro-JA-11-2528	12/5/2011	300.00	0.00	Pending
23	1532001	2863	Dhaka Metro-NA-14-4147	12/7/2011	450.00	0.00	Pending
24	1532002	2864	Dhaka Metro-LA-15-8032	12/7/2011	450.00	0.00	Pending
25	1532003	2865	Dhaka Metro-CHA-11-3248	12/7/2011	1400.00	0.00	Pending
26	1532004	2866	Dhaka Metro-CA-14-0857	12/7/2011	300.00	0.00	Pending
27	1532005	2867	Dhaka Metro-LA-15-0560	12/7/2011	200.00	0.00	Pending
28	1532006	2868	Dhaka Metro-MA-11-0919	12/7/2011	200.00	0.00	Pending
29	1532007	2869	Dhaka Metro-KHA-11-0102	12/7/2011	250.00	0.00	Pending
30	1532008	2870	Dhaka Metro-JA-11-2370	12/7/2011	250.00	0.00	Pending
31	1532009	2871	Dhaka Metro-[illegible]-11-5261	12/7/2011	250.00	0.00	Pending

ই-ট্রাফিক সফটওয়্যার ডাটাবেজ

Duty Distribution Systemঃ এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে রাস্তায় কর্মরত সার্জেন্টগণ কোন স্থানে ডিউটি করছেন, রাস্তার ট্রাফিক অবস্থা কেমন অথবা ডিএমপি সদর দপ্তর হতে কোন তথ্য অথবা নির্দেশনা এক ক্লিকে সকল অফিসারের হাতে ব্যবহৃত পজ ডিভাইস এর মাধ্যমে জানতে ও জানাতে পারবে। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পজ ডিভাইসের মাধ্যমে এই সকল তথ্য আদান প্রদান হবে VPN এর মাধ্যমে। এছাড়াও সার্জেন্টদের কোন আলাদা বিল দেবার প্রয়োজন হবে না।

পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটঃ ঢাকা মহানগরীতে বসবাসরত জনসাধারনকে ডিএমপি সদরদপ্তরস্থ ওয়ান স্টপ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্ভিস শাখার মাধ্যমে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট অন লাইন প্রক্রিয়ায় অতি সহজে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে গ্রাহক'গণ অতি দ্রুত এবং স্বাচ্ছন্দ্যে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হচ্ছেন।

ডিএমপি ওয়েব সাইট ঃ কারো ডিএমপি অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হলে লাইব্রেরীতে কিংবা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স প্রয়োজন হলে আগে ডিএমপি (সদর দপ্তর) থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হত। কারো রক্তের প্রয়োজন হলে তার চাহিদা পুলিশের বিভিন্ন অফিসে পাঠাতে হতো এবং রক্তদাতার তথ্য জানার জন্য অপেক্ষা করতে হত। ট্রাফিক সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের জন্য বিভিন্ন লাইব্রেরী এবং সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহতে খোঁজ-খবর নিতে হত।

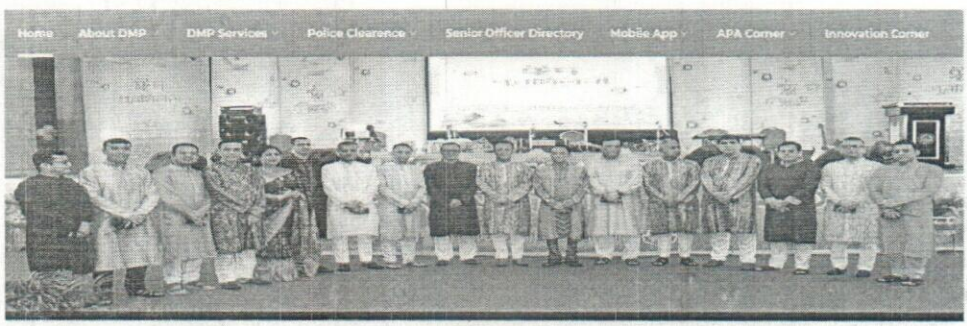

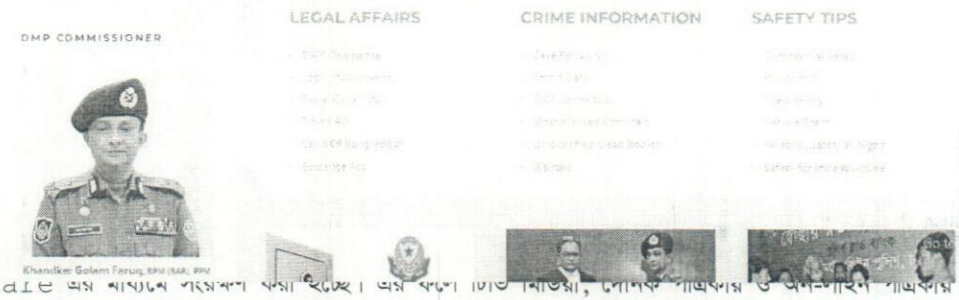

ডিএমপি'র সেবা সমূহের পরিচিতি, সেবা প্রাপ্তির উপায় এবং উপকরন সম্বলিত ০২ (দুই) টি ওয়েব সাইট জনসেবায় বর্তমান আছে। ওয়েব সাইট গুলো হচ্ছে (১) ডিএমপি ওয়েবসাইট www.dmp.gov.bd এবং (২) ডিএমপি অন-লাইন নিউজ ওয়েবসাইট www.dmpnews.org

Arch: ... ও অন-
লাইন পা ... .ving
Software এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এর ফলে প্রিন্ট মিডিয়া, দৈনিক পত্রিকায় ও অন-লাইন পত্রিকায় প্রকাশিত

ডিএমপি সংক্রান্তে ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে উক্ত Archiving Software এর মাধ্যমে তা অতি সহজে পাওয়া যাচ্ছে।

সিসিটিভি মনিটরিং ঃ সমগ্র ডিএমপি, ঢাকাকে সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষন করার নিমিত্তে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ব্যবস্থায় ঢাকা মহানগর এলাকার অনেক পূর্বনির্ধারিত/পরিকল্পিত দূর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হচ্ছে এবং অপরাধীকে সনাক্ত করাও সহজ হচ্ছে। পাশাপাশি মহানগীতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামে অস্থায়ী ভিত্তিতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করতঃ ডিএমপি কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রোগ্রাম শেষে উক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা অপসারন করাসহ প্রকিয়াটি চলমান রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরা

এস্টেট এন্ড ডেভোলপমেন্ট সফটওয়্যার ঃ ডিএমপি'তে কর্মরত সকল পুলিশ সদস্যদের বাসা বরাদ্দের জন্য আবেদন গ্রহন ও বাসা বরাদ্দের সিরিয়াল নিয়ন্ত্রনের কাজ সমূহ এস্টেট এন্ড ডেভোলপমেন্টের এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়।

পরিবহন বিভাগ (ভেইক্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার) ঃ গাড়ীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সরবরাহকারী ও মেরামত করার বিষয়গুলো ম্যানুয়াল রেজিষ্টারের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করতে হত। এছাড়াও স্টোরে কোন কোন প্রকারের কি পরিমান যন্ত্রাংশের মজুত আছে সেটির হিসাবও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করতে হত বলে এতে বেশী জনবলের প্রয়োজন হত। একটি গাড়ী কে ব্যবহার করছেন, কত জ্বালানী প্রয়োজন তার সকল কিছুর হিসাব তৈরী করতে ম্যানুয়াল রেজিস্টার-এ খোঁজ করে তথ্য বের করতে হত বিধায় তা ছিল কষ্টকর, বিরক্তিকর এবং প্রচুর সময় ও শ্রমসাধ্য। পরিবহন বিভাগের ভেইক্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার দ্বারা পরিবহন বিভাগের যানবাহন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের যাবতীয় তথ্যাদি ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। গাড়ীর ধরন-প্রকৃতি, মূল্য, মেয়াদ, বরাদ্দ ও সার্ভিসিং কাল ইত্যাদি যথাসময়ে জানা এবং রুটিন মোতাবেক গাড়ীর সার্ভিসিং করা সম্ভব হচ্ছে। রিকুইজিশনকৃত গাড়ীর সংখ্যা, ধরন ইত্যাদি তথ্যও একই ডাটাবেইজে অন্তর্ভূক্ত থাকছে। গাড়ীর খুচরা যন্ত্রাংশের ক্রয় মূল্য, উৎপাদক, মেয়াদ ও ওয়ারেন্টিসহ সকল তথ্য উক্ত সিস্টেমে সংরক্ষন করা যাচ্ছে। জ্বালানী তেলের ধরন-প্রকৃতি, মজুত, দৈনিক ব্যবহার, গাড়ী প্রতি ইস্যুকৃত তেলের পরিমানও ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

Mobile Finger Print Collection Devicesঃ পূর্ব ঢাকা মহানগরীতে কোন পুরুষ বা মহিলার লাশ পাওয়া পর তার সঠিক পরিচয় পাওয়া না গেলে তাকে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে দাফন করা হতো। বর্তমানে উক্ত ডিভাইজ ব্যবহারের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীতে কোন মৃত অথবা অসুস্থ বা প্রতিবন্ধি ইত্যাদি ব্যক্তির Finger Print Collection করে তা জাতীয় পরিচয়পত্র ডাটাবেইজের সাথে মেলানো হয়। জাতীয় পরিচয়পত্র ডাটাবেইজ হতে সঠিক তথ্য সংগ্রহ পূর্বক উক্ত মৃত অথবা অসুস্থ বা প্রতিবন্ধি ইত্যাদি ব্যক্তিকে তাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট দ্রুততার সাথে হস্তান্তর করা যাচ্ছে।

সিআইএমএস সফটওয়্যারঃ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ বিভাগ সমূহের বিট পুলিশিং এর আওতাধীন বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়াদের তথ্যাদি যথাযথভবে সংরক্ষণের জন্য Citizen Information Management System (CIMS) Software তৈরি করা হয়েছে। উক্ত CIMS সফটওয়্যারটি ডিএমপি'র সকল থানার বিট পুলিশিং-এ সফলভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে সকল থানা হতে পুলিশ সদস্য (কম্পিউটার অপারেটর)'দের ডাটা এন্ট্রি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সকল থানায় বিট পুলিশিং এর আওতাধীন বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়াদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং উক্ত ডাটা সমূহ যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। সিআইএমএস প্রক্রিয়াটি আরো সহজতর করার লক্ষ্যে সম্প্রতি সিআইএমএস এ্যাপস্ নামে একটি এ্যাপস মোবাইলে চালু করা হয়েছে।

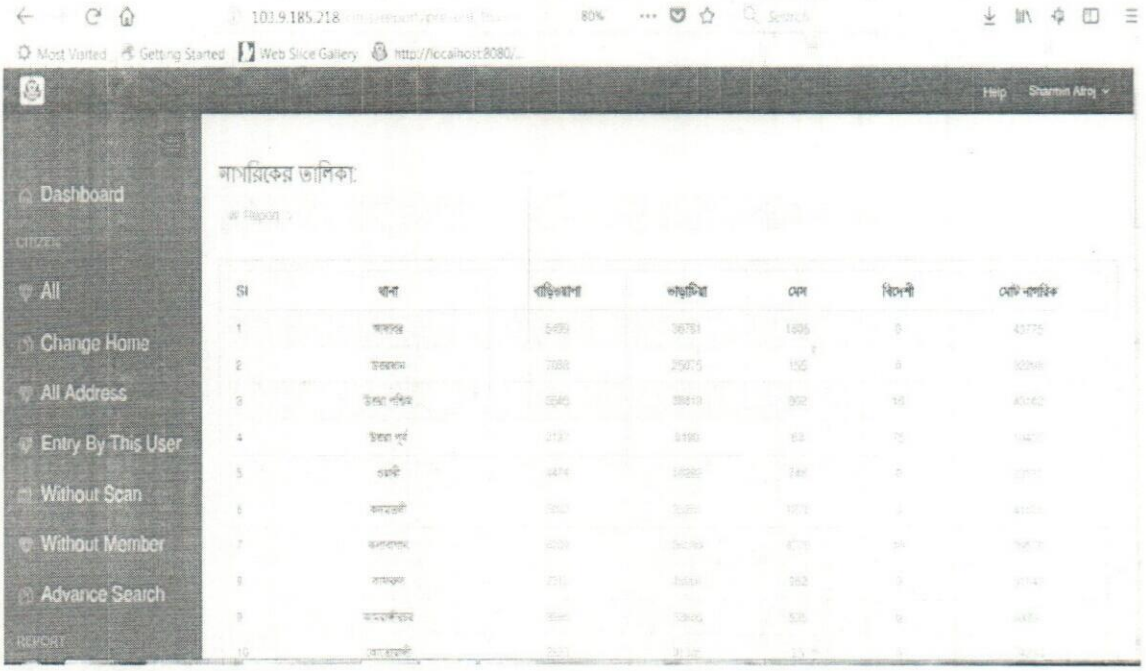

Most Visited
Getting Started
Web Slice Gallery
Help
Dashboard
All
Change Home
All Address
Entry By This User
Without Scan
Without Member
Advance Search
নাগরিকের তালিকা

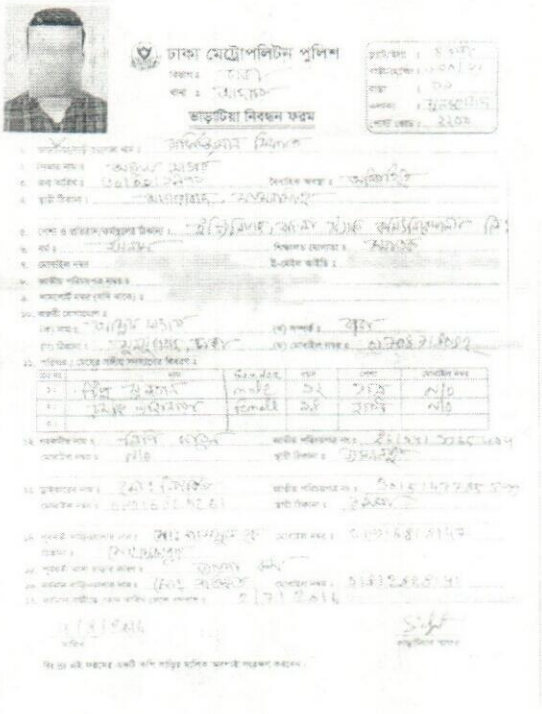

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

ভাড়াটিয়া নিবন্ধন ফরম

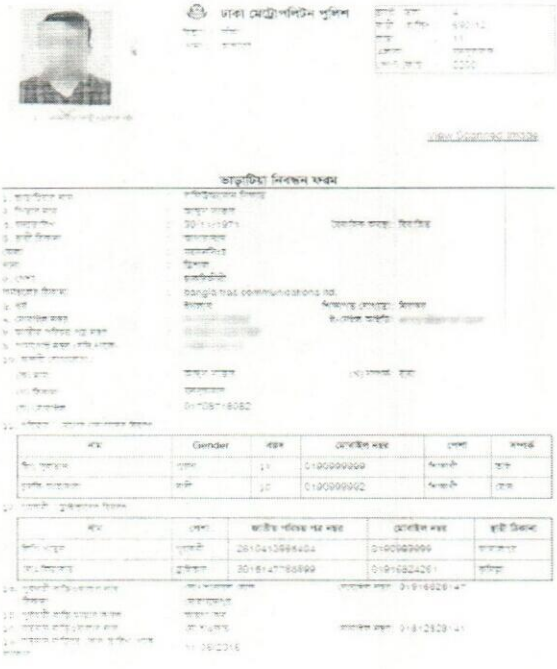

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

ভাড়াটিয়া নিবন্ধন ফরম

হাইওয়ে পুলিশ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

"হ্যালো এইচপি (Hello Hp)" অ্যাপস্ঃ

হাইওয়ে পুলিশের ১৮ বছর পূর্তিতে ১১ জুন ২০২৩ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি মহোদয় হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক ডিজিটাল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নির্মিত অ্যাপস্ "হ্যালো এইচপি (Hello Hp)" এর শুভ উদ্বোধন করেন। "সুশৃঙ্খল সুরক্ষিত মহাসড়ক" এই মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রবল আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণসহ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদক উদ্ধার এবং সড়ক দুর্ঘটনা রোধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। হাইওয়ে পুলিশের সেবাকে আরও সহজতর ও জনবান্ধাব করতে হাইওয়ে পুলিশ নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় "হ্যালো এইচপি (Hello Hp)" অ্যাপস্ যাত্রা শুরু করেছে। অ্যাপস্'টি মহাসড়ক ব্যবহারকারী সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে তড়িৎ সাহায্য করবে। অ্যাপস্'টিতে জুরুরী বাটন চেপে নিকটবর্তী প্যাট্রোল টিমকে বার্তা প্রেরণসহ মহাসড়ক ও হাইওয়ে পুলিশ সম্পর্কিত সকল তথ্য পাওয়া যাবে।

ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে সিসিটিভি মনিটরিং সিস্টেমঃ

হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি শের্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে সিসিটিভি মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন করার মাধ্যমে মহাসড়ক এর ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রন, মহাসড়কে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও সড়ক দূর্ঘটনা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে ২৫০ কিলোমিটার মহাসড়কে ৪৯০টি স্থানে ১৪২৭টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে ভিডিও সাইটপোল স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে এর মধ্যে ৪৪৬ টি ভিডিও সাইটপোল স্থাপন করা হয়েছে। বিটিসিএল কর্তৃক নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটির জন্য মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। বিটিসিএল এর ০৭টি স্থানে সর্বমোট ১৫টি Backbone Router স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পটি চালু হলে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে অপরাধ নিয়ন্ত্রন ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি হবে। হাইওয়েতে গতিসীমা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সড়ক দূর্ঘটনা রোধ ও সড়ক দূর্ঘটনা জনিত মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে হাইওয়েতে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে সার্বক্ষনিক নজরদারি বৃদ্ধি পাবে।

সড়ক দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাসঃ

দুর্ঘটনা মানেই হচ্ছে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষতি। এই রাষ্ট্রীয় ক্ষতিরোধ কল্পে হাইওয়ে পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যা টাকা অংকে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। হাইওয়ে পুলিশ সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সিসিটিভি, ওয়েস্কেল স্থাপনপূর্বক মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, স্পীডগান, অ্যালকোহল ডিটেক্টরের ব্যবহার এবং পস মেশিনের মাধ্যমে প্রসিকিউশন প্রদান এবং অযান্ত্রিক যানবাহন এবং ফিটনেসবিহীন যানবাহন আটক পূর্বক ডাম্পিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্ঘটনা হ্রাসে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পরিধি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের পরিমান। বর্ধিত চাহিদা মেটাতে যেমন বেড়েছে সড়ক ও মহাসড়কের সংখ্যা তেমনি বেড়ে চলেছে যানবাহনের সংখ্যা। সড়ক কেন্দ্রিক ব্যস্ততা, যানবাহনের বর্ধিত চাপ ও নানাবিধ কারনে দেশে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা এবং হতাহতের পরিমান বৃদ্ধির ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। সড়কে সংঘটিত দুর্ঘটনার গতি প্রকৃতি এবং প্রবণতা বিশ্লেষনের জন্য দুর্ঘটনার তথ্য বিশ্লেষন অত্যান্ত জরুরী। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস কল্পে হাইওয়ে পুলিশ নিম্মোক্ত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বরোপ করে থাকে;

- স্পিডগান ব্যবহার
- হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল
- সড়ক দুর্ঘটনারোধে সচেতনতা সৃষ্টি
- চালক ও হেলপারদের প্রশিক্ষণ

স্পিডগান ব্যবহার

হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে স্পিডগান ব্যবহার করে যাচ্ছে। মহাসড়কে অতিরিক্ত গতিতে চলাচলকারী গাড়ির চালকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মহাসড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য স্পিডগানের ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। মহাসড়কে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক জুন ২০২৩ পর্যন্ত স্পিডগান ব্যবহার করে যানবাহনের বিরুদ্ধে ১৫৫৮৯টি প্রসিকিউশন দাখিল করা হয়।

সময়কাল	কুমিল্লা	গাজীপুর	বগুড়া	মাদারীপুর	সিলেট	মোট
জুলাই ২০২২হতে জুন ২০২৩	১৫১৮	৩২১৭	৫৩৪	৪৮৮৯	৫৪৩১	১৫৫৮৯

চিত্রঃ স্পিডগানের মাধ্যমে যানবাহনের গতি যাচাই

হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেলঃ

হাইওয়ে পুলিশ অধিক্ষেত্রে মহাসড়কে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রনে হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার পাশাপাশি হেলমেট ব্যবহারে সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, যাতে করে হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল এর চালক ও আরোহী কোন অবস্থায় মহাসড়কে চলাচল করতে না পারে।

চিত্রঃ হেলমেট বিহীন মোটরসাইকেল চালকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ

ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণঃ

হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে পথচারীদের ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহারে যথাযথ নির্দেশনাসহ সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে। লিফলেট বিতরন সহ কাযক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে।

চিত্রঃ সড়ক দুর্ঘটনা রোধ কল্পে পথচারীদের ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহারের উদ্বুদ্ধ করছে

চালক ও হেলপারদের প্রশিক্ষণঃ

সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হচ্ছে অসচেতনতা ও দক্ষতার অভাব। যে কারণে হাইওয়ে পুলিশ পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা রক্ষা, সড়ক দুর্ঘটনা ও যাত্রীস সেবার মান উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবহন চালক ও হেলপারদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করছে যা দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রনে পরিবহন সেক্টরে দক্ষ জনবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

চিত্রঃ চালক ও হেলপারদের প্রশিক্ষণ

মহাসড়কের পাশে হাটবাজার অপসারণঃ

দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মোট সড়ক দুর্ঘটনায় একটি বড় অংশ পথচারীগণ। রাস্তা পারাপারে অসচেতনার ফলে এহেন ঘটনা ঘটে থাকে। এ সকল দুর্ঘটনা সমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহাসড়কের পাশে হাটবাজার কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। তাছাড়া মহাসড়ক সংলগ্ন হাট বাজার যানজট সৃষ্টির অন্যতম মুখ্য কারন।

আইন অমান্য করে মহাসড়কের পাশে এসকল হাটবাজার ও স্থাপনা সমূহ গড়ে উঠেছে। মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-১৫৪৬/২০২১ এর যান চলাচল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত রায়ে ২৫ দফার নির্দেশনার তৃতীয় ও চতুর্থ দফা অনুযায়ী মহাসড়কের পাশে ১০ মিটারের মধ্যে হাটবাজার ও বানিজ্যিক স্থাপনা, দোকানপাট, ঘর-বাড়ি, বিল্ডিং ইত্যাদি স্থাপনা তৈরী অবৈধ। ২০১৮ সাল থেকে এখনর পর্যন্ত ১১৪০ অবৈধ হাটবাজার উচ্ছেদ করা হয়েছে।

হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক-হাঃ পুঃ হেঃ কোঃ /০১(০৫)/১৭/৩২০২সি, তারিখ-২৮/০৪/২০১৯খ্রিঃ মূলে সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বরাবর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মাধ্যমে মহাসড়কে সংলগ্ন হাট বাজারের তালিকা প্রেরণের মাধ্যমে ইজারা বাতিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

Black Spot সমূহ চিহ্নিত করণ ও ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক নির্ণয়ঃ

দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, মহাসড়কে নির্দিষ্ট কিছু স্থানে বারংবার দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। সে স্থান সমূহকে Black Spot হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১৬ সালে মোট ১৯৪ টি স্থানকে Black Spot হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

হাইওয়ে পুলিশ এ স্থান সমূহে দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন রকম সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড স্থাপন করে। Black Spot সমূহে সতর্কতার সাথে গাড়ী চালানোর কারণে দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি কমে এসেছে।

Black Spot সমূহ নির্ধারণ করার লক্ষ্যে বিগত ১০ বছরের মহাসড়কে দুর্ঘটনা মামলার তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে সর্বশেষ ৩ বৎসরের দুর্ঘটনার সংখ্যার ভিত্তিতে এ স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত এই ০৩ বছরের যে কোন এক স্থানে দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ০৩ জন নিহত হয়েছে; এ রকম ১৯৪টি স্থানকে Black Spot হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকের তালিকা তৈরী ও ব্যবস্থা গ্রহণঃ এই পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮৮৩টি ঝুকিপূর্ন বাক চিহ্নিত করা হয়েছে। ড্রাইভার ও হেলপারদের ঝুঁকির্পূর্ণ বাঁক ও Black Spot সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে হাইওয়ে পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে।

বৈধ কাগজপত্র বিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন দাখিলঃ

ফিটনেস এবং বৈধ কাগজপত্র বিহীন যানবাহন সমূহ মহাসড়কে দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এসব যানবাহন সমূহ মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায় এবং মহাসড়কে বিভিন্ন স্থান ও সেতুর উপর বিকল হয়ে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি করে। ফিটনেস ও বৈধ কাগজপত্র বিহীন এসকল যানবাহন চিহ্নিত করে নিয়মিত প্রসিকিউশন দাখিল এর মাধ্যমে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ সালে এ পর্যন্ত মোট ৩২,২৩,৯৪,৪২৫ টাকার জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সময়কাল	কুমিল্লা	গাজীপুর	বগুড়া	মাদারীপুর	সিলেট	খুলনা	মোট
জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩	৪৭১১৮	২৫৯৪৬	২৫৭৭৯	৪০৬৭২	১২২৩০	১৩১৯১	১৬৪৯৩৬

প্রসিকিউশনের মাধ্যমে জরিমানা আদায়ঃ

সময়কাল	কুমিল্লা	গাজীপুর	বগুড়া	মাদারীপুর	সিলেট	খুলনা	মোট
জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩	১২০১৪৯০০০	৭১৫৯৫১২৫	৭৫৮০৫১০০	১১৮৬৪৮৭৫০	২৮৭৬৪২৫০	৪৫৫২৬৮২৫	৪৬০৪৮৯০৫০

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কমিউনিটি পুলিশিং

সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়কে সংঘটিত দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। পথচারীর সচেতনতার অভাবে যেমন দুর্ঘটনা ঘটে তেমনি যানবাহন চালক-মালিক এর সচেতনতার অভাবেও দুর্ঘটনা ঘটে। এসব বিষয়ে সকলকে সচেতনতা করার লক্ষ্যে সকলের সমন্বয়ে হাইওয়ে কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে টার্মিনাল কেন্দ্রিক চালক ও যাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কমিউনিটি পুলিশিং এর সংখ্যাঃ

কুমিল্লা	গাজীপুর	বগুড়া	মাদারীপুর	সিলেট	খুলনা	মোট
১৮৭	২৮৩	১৩৭	৪৫	২৯	৪৯	৭০৩
সদস্য সংখ্যা						
৪০০৭	৭৬৬৬	৩৩৭১	২৩০৪	৯০১	১৯৪৬	২০১৯৫

বিট পুলিশিং এর সংখ্যাঃ

কুমিল্লা	গাজীপুর	বগুড়া	মাদারীপুর	সিলেট	খুলনা	মোট
০	২৮৩	১৩৭	৪৫	১৮	৪৯	৫৩২
সদস্য সংখ্যা						
০	৭৬৬৬	৩৩৭১	২৩০৪	৪৫০	১৯৪৬	১৫৭৩৭

স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে সভাঃ

হাইওয়ে পুলিশের অধিক্ষেত্র মহাসড়ক এলাকায় স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিমাসে সিনিয়র অফিসারদের উপস্থিতিতে কমপক্ষে ২/১ একটি সচেতনতামূলক সভা আয়োজনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রন, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক নিরোধ ও যৌন হয়রানি বন্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সময়কাল	কুমিল্লা	গাজীপুর	বগুড়া	মাদারীপুর	সিলেট	খুলনা	মোট
জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩	৫৩	১২০	১৮০	১৫	১১৮	০	৪৮৬

সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণঃ

হাইওয়ে পুলিশের অধিক্ষেত্র মহাসড়কে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, যানজট নিরসন প্রভৃতি প্রতিরোধে পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও জনসাধারণদরে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

সময়কাল	কুমিল্লা	গাজীপুর	বগুড়া	মাদারীপুর	সিলেট	খুলনা	মোট

জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩	২০০০০০	১৭৫০০০	১০০০০০	১২০০০০	৫০০০০	১৪০০০০	৭৮৫০০০

মাদক উদ্ধারঃ

হাইওয়ে পুলিশ দুর্ঘটনা ও যানজট নিরসনে কাজ করার পাশাপাশি মহাসড়কে মাদক উদ্ধারেও কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে মাদক উদ্ধারের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হল ঃঃ

সময়কাল	২০২২	জুন ২০২৩ পর্যন্ত
জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩	১৫৭৫৬২৫০	৪৭৯০১১৪৫

চোরাচালান সামগ্রী উদ্ধারঃ

হাইওয়ে পুলিশ দুর্ঘটনা ও যানজট নিরসনে কাজ করার পাশাপাশি মহাসড়কে চোরাচালান নিয়ন্ত্রণেও কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে চোরাচালান উদ্ধারের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হলঃ

সময়কাল	২০২২	জুন ২০২৩ পর্যন্ত
জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩	৪৭৬৫৩০০	১৫২২৪১০০

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারঃ

হাইওয়ে পুলিশ দুর্ঘটনা ও যানজট নিরসনে কাজ করার পাশাপাশি মহাসড়কে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারেও কাজ করে যাচ্ছে। মহাসড়কে ডাকাতি, দস্যুতা, ছিনতাই প্রভৃতি অপরাধ দমন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মহাসড়কে সিএনজি/অযান্ত্রিক থ্রি-হুইলার ও ত্রুটিপূর্ণ/ফিটনেসবিহীন যানবাহন অপসারণঃ

বিভিন্ন ধরনের থ্রিহুইলার, সিএনজি, ইজিবাইক এর মত নিষিদ্ধ ঘোষিত এবং নসিমন, করিমন ও ভটভটির ন্যায় অবৈধ যানবাহন সমূহ অত্যান্ত ধীর গতিতে চলাচল করে থাকে যা মহাসড়কে যানজট সৃষ্টির অন্যতম কারণ তাছাড়া এসব যানবাহন আকৃতিতে ছোট এবং অনিরাপদ হওয়ায় দুর্ঘটনায় পতিত হলে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে।

রুট পারমিটস না থাকায় মহাসড়কে এসকল যানবাহন চলাচল আইনত অবৈধ এবং মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-০৮/১৫(সুয়োমুটো), ৩/৮/২০১৫থ্রিঃ এর রায় অনুযায়ী মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, অটোরিক্সা, অটোটেম্পু এবঙ অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ।

আইনগতভাবে অবৈধ হওয়া এবং হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়ক হতে এসকল অবৈধ ও নিষিদ্ধ যানবাহনের বিপরীতে নিয়মিত প্রসিকিউশন দাখিলসহ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে প্রেরণের মাধ্যমে এগুলোকে মহাসড়ক হতে অপসারণ করে আসছে। হাইওয়ে পুলিশ ২০২১-২০২২ সালে মহাসড়ক হতে বিপুল সংখ্যক অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত যানবাহন অপসারণ করেছে। নিম্নে তা ছক আকারে তুলে ধরা হলঃ

অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত যানবাহন অপসারণ/আটকের পরিসংখ্যান

সময়কাল	কুমিল্লা	গাজীপুর	বগুড়া	মাদারীপুর	সিলেট	খুলনা	মোট
জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩	১৮১৩৭	১০২২৪	১৩১৬৮	১৩৪৭৫	৩৪৩৬	৪২৯৭	৬২৭৩৭

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
২১২৫	৭৯১৭১

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে

ইনহাউজ প্রশিক্ষণের সংখ্যা	ইনহাউজ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	২
১১৭ টি	৪০৫৬ জন

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
০৪ টি (অডিট-১/২)	৩৯৬ জন (অডিট-১/২)
২৪ টি (এসবি)	৪০০ জন (এসবি)
০৭ টি (এন্টি টেররিজম)	৩১৫ জন (এন্টি টেররিজম)
১৬ টি (সিআইডি)	৮৮ জন (সিআইডি)
০৪ টি (ট্যুরিস্ট)	১৩৫ জন (ট্যুরিস্ট)
৩৭ টি (এনসিবি)	১৬৪ জন (এনসিবি)
১১ টি (ট্রেনিং-১)	৫৫১ জন (ট্রেনিং-১)
১৬ টি (ট্রেনিং-২)	২৩৯ জন (ট্রেনিং-২)
৬১ টি (ট্রেনিং-৩)	১৫০৩ জন (ট্রেনিং-৩)
০৩ টি (এমটি অ্যান্ড ওয়ার্কশপ)	১৭৭ জন (এমটি অ্যান্ড ওয়ার্কশপ)
মোট= ১৮৩	মোট=৩৯৬৮